কাবা থেকে নামাজের কাতার ছড়িয়ে গেল তিন কিমি পর্যন্ত

সারে-জমিন

খেলার মাঠে জনসংযোগ, মসজিদে ইফতার পাঠানোর

রূপসী বাংলা

'ইলেক্টোরাল বন্ড' কি আসন্ন নির্বাচনে এক ভূমিকম্প?

সম্পাদকীয়

হাসপাতালে শৌচাগারের দরজা ভাঙা, ট্যাপ বিকল

সাধারণ

আইপিএলে রাসেলের ২০০ ছক্কা, সবচেয়ে বেশি গেইলের

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
২৫ মার্চ, ২০২৪
১১ চৈত্র ১৪৩০
১৪ রমজান, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 83 ■ Daily APONZONE ■ 25 March 2024 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

বিজেপি প্রার্থী করল অর্জুন, অভিজিৎকে

আপনজন ডেস্ক: অবশেষে রাজ্য বিজেপি প্রার্থী করল দুই তৃণমূল ত্যাগীকে। অর্জুন সিংকে প্রার্থী করেছে ব্যারাকপুর থেকে, আর তাপস রায়কে প্রার্থী করেছে উত্তর কলকাতা থেকে। প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে প্রার্থী করেছে তমলুক থেকে। মেদিনীপুরে এবার দিলীপ ঘোষকে প্রার্থী না করে অগ্নিমিত্র পলকে টিকিট দিয়েছে বিজেপি। দিলীপ ঘোষ দাঁড়াচ্ছেন বর্ধমান-দুর্গাপুর থেকে।

ছুটি

দোল উৎসব উপলক্ষে 'আপনজন'-এর সব বিভাগ বন্ধ থাকবে সোমবার। তাই মঙ্গলবার কোনও মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হবে না। বুধবার যথারীতি 'আপনজন' প্রকাশিত হবে।

—সম্পাদক, আপনজন

বাংলা ভাষী মুসলিমদের প্রতি অসমের মুখ্যমন্ত্রীর নতুন শর্ত

দুটির বেশি সন্তান হলে মিলবে না মূল নিবাসী স্বীকৃতি: হিমন্ত

আপনজন ডেস্ক: অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা শনিবার অসমের বাংলাভাষী অভিবাসী মুসলমানদের মূল নিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য শর্ত চাপিয়ে দিলেন। চলতি মাসের গোড়ায় নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন কার্যকর হওয়ার পর তিনি এই মন্তব্য করেন।

হিমন্ত শর্মা জোর দিয়ে বলেন, অসমে মিয়া সম্প্রদায়কে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ওই সম্প্রদায়ের লোকদের অবশ্যই কিছু সাংস্কৃতিক অনুশীলন এবং নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। অসমের মুখ্যমন্ত্রী উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যে মিয়া সম্প্রদায়কে মূল নিবাসী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য কিছু প্রয়োজনীয়তা হিসাবে পরিবারের আকার দুটি সন্তানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা, বহুবিবাহ বন্ধ করা এবং নাবালিকা কন্যাদের বিবাহ রোধ করার কথা তুলে ধরেন।

হিমন্ত বলেন, 'মিয়া' (বাংলাভাষী মুসলিম) মূল নিবাসী কি না, সেটা ভিন্ন বিষয়। আমরা যা বলছি তা হ'ল তারা যদি 'মূল নিবাসী' হওয়ার চেষ্টা করে তবে আমাদের কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু তার জন্য তাদের বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ ত্যাগ করতে হবে এবং নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করতে হবে।

তিনি অসমিয়া সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে সম্মান জানানোর তাৎপর্যের ওপরও জোর দিয়ে কিছু গোষ্ঠীর 'সত্র' (বৈষ্ণব মঠ) জমি দখলের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

অসমের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমি তাদের সব সময় বলি, 'মিয়া' মূল নিবাসী হওয়ায় কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু তারা দুই-তিনজন স্ত্রী রাখতে পারবে না। এটা অসমিয়া সংস্কৃতি নয়। কীভাবে কেউ 'সত্রা' (বৈষ্ণব মঠ) জমি দখল করে মূল নিবাসী হতে চাইতে পারে? উপরন্তু, মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষাগত অগ্রাধিকারের উপর জোর দিয়েছেন। মিয়া সম্প্রদায়কে মাদ্রাসা এড়িয়ে চলার এবং এর পরিবর্তে চিকিৎসা ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মতো ক্ষেত্রগুলিতে মনোনিবেশ করার আহ্বান জানিয়েছেন। হিমন্ত শর্মা কন্যাদের শিক্ষিত করার এবং পৈতৃক সম্পত্তির উপর তাদের উত্তরাধিকারের অধিকার দেওয়ার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

অসমের হিমন্ত শর্মার নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার ২০২৩ সালে দুই দফায় বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে কঠোর হয়েছে। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এর আগে জানিয়েছিলেন, দেখা গিয়েছে যে বেশ কয়েকজন বয়স্ক পুরুষ একাধিকবার বিয়ে করেছেন এবং তাঁদের স্ত্রীদের বেশিরভাগই যুবতী, তাঁরা সমাজের দরিদ্র শ্রেণি থেকে উঠে এসেছেন।

২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রথম দফায় ৩,৪৮৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং ৪,৫১৫টি মামলা দায়ের করা হয়েছিল, যেখানে ৯১৫ জনকে ধরা হয়েছিল এবং অক্টোবরে দ্বিতীয় পর্যায়ে ৭১০টি মামলা দায়ের করা হয়েছিল।

গত বছরের অক্টোবরে হিমন্ত শর্মা বলেছিলেন, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহের মতো প্রথা ত্যাগ না করা পর্যন্ত আগামী ১০ বছরের জন্য মিয়াদের ভোটের প্রয়োজন নেই বিজেপির।

তিনি বলেন, 'যখন নির্বাচন আসবে, আমি নিজে তাদের অনুরোধ করব আমাদের ভোট দেবেন না। আপনি যদি পরিবার পরিকল্পনা অনুসরণ করেন, বাল্যবিবাহ বন্ধ করেন এবং মৌলবাদ ত্যাগ করেন তবে আমাদের ভোট দিন। এগুলো সম্পন্ন করতে ১০ বছর সময় লাগবে। আমরা ১০ বছর পর ভোট চাইব, এখনই নয়।

অসম সরকারের মতে, বাংলাভাষী মুসলমানরা, মূলত বাংলাদেশ থেকে (১৯৭১ সালের আগে পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত) অসমের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের পরিধি এতটাই যে, তারাই এখন অসমের ১২৬টি আসনের প্রায় ৩০টি বিধানসভা কেন্দ্রের ভাগ্য নির্ধারণ করে। কিন্তু উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় এই রাজ্যে বাংলাভাষী অভিবাসী সম্প্রদায়ের হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই বসতি স্থাপনকারী হিসেবে দেখা হয়।

হোলির জন্য ত্রিপলে ঢাকা হচ্ছে উত্তরপ্রদেশের মসজিদ

আপনজন ডেস্ক: গত ৬-৭ বছর ধরে হোলির আগে উত্তরপ্রদেশের মসজিদগুলি ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দেওয়া নতুন স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কর্তৃপক্ষের মতে, এটি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখতে সহায়তা করে এবং ইসলামী বিশ্বাসের স্থানগুলিতে রঙ নিক্ষেপ করে দুষ্কৃতকারীদের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা উস্কে দেওয়ার যে কোনও প্রচেষ্টা রোধ করতে সহায়তা করে। যোগী আদিত্যনাথ সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই এই প্রথা চালু রয়েছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, অন্যান্য বছরের মতো এ বছরও বরেলির রাম বারাত রুটের মসজিদ এবং শাহজাহানপুরের লাট সাহেবের শোভাযাত্রার রাস্তা ত্রিপল ও প্লাস্টিকের শিট দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। বরেলির সিনিয়র পুলিশ সুপার ঘুলে সুশীল চন্দ্রভান জানিয়েছেন, রবিবার নরসিংহ মন্দির থেকে রাম বরাত প্রস্তাবিত রুট ধরে পুলিশ ফ্ল্যাগ মার্চের নেতৃত্ব দেন তিনি। পবিত্র রমজান মাসও চলছে বলে জেলাগুলিতে প্রশাসন উচ্চ সতর্কতায় রয়েছে। প্রতি বছর বরেলিতে ব্রহ্মপুরী রামলীলা কমিটি যে রাম বারাত যাত্রা চালায়, তা নিয়ে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করছে জেলা প্রশাসন। ফলে এই যাত্রাপথের সব মসজিদে ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে।

বরেলির এসএসপি জানিয়েছেন, রঙের উৎসবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা হচ্ছে। পুলিশ প্রশাসন উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নেতাদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছে। এসএসপি বলেন, শুক্রবার জেলার আলেমদের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছিল এবং তাদের বলা হয়েছে যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিঘ্নিত করার জন্য কোনও অশান্তি এড়াতে মসজিদগুলি যথাযথভাবে ঢেকে দেওয়া হবে। মৌলভিরা এই ব্যবস্থায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি আরও বলেন, যাত্রার সাথে একটি পুলিশ দল থাকবে যা শহরের অনেক অঞ্চল পেরিয়ে নরসিংহ মন্দিরে ফিরে আসবে। আলিগড়ের আবদুল করিম মসজিদকে হোলির রং থেকে বাঁচাতে ঢেকে দেওয়া হবে। জেলার সাম্প্রদায়িক স্পর্শকাতর এলাকার অন্যান্য মসজিদগুলিও হোলির আগে ঢেকে দেওয়া হয়। আব্দুল করিম মসজিদের প্রধান মৌলভি হাজি ইকবাল জানান, জেলা প্রশাসনের নির্দেশনা মেনেই মসজিদটি ঢেকে দেওয়া হচ্ছে। শনিবার আলিগড়ের স্পর্শকাতর এলাকার চারটি মসজিদ ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দিয়েছে মসজিদ ইন্তেজামিয়া কমিটি। একইভাবে, শাহজাহানপুরে একটি লাত সাহেব কি বারাত একটি বার্ষিক ব্যাপার এবং ১৮ শতক থেকে ফুলমতী দেবী মন্দির থেকে হোলির দিন বের করা হয়। বরাত চলাকালীন মহিষের গাড়ি ও এক অসহায় লোকের সঙ্গে মিছিলে জুতা নিক্ষেপ করে উল্লাসকারীরা। এর আগে, শোভাযাত্রাটিকে নবাব সাব কি বারাত বলা হত এবং গাড়িতে বসে থাকা ব্যক্তিকে নবাব হিসাবে চিত্রিত করা হত, তবে স্বাধীনতার পর থেকে এটি লাত সাহেব কি বারাত নামে পরিচিত যেখানে গাড়িতে থাকা ব্যক্তিকে ব্রিটিশ হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে। শোভাযাত্রার পথের পাশে অবস্থিত মসজিদগুলি প্লাস্টিকের চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে ও প্রশাসন সতর্ক নজর রাখছে।

স্বপ্ন পূরণের সঠিক ঠিকানা
ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্নকে সফল করে তোলে
R.H ACADEMY
Coaching Institute of Medical & Engineering
নিট এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাচের কোচিং এর জন্য ভর্তি চলিতেছে
ছাত্রদের পড়াশোনা, থাকা ও খাওয়ার জন্য হোস্টেলের সুব্যবস্থা রয়েছে
কৃতি ছাত্রছাত্রীদের কয়েকজন

Arif Mir, Barasat Medical College
Nurul Hasan, Diamond Harbour Medical College
Aishwarya Das, NRS Medical College
Debotosh Mondal, Medinipur Medical College
Mohafiz Alam, SSKM Medical College

Nizamuddin Mondal, Aliah University Dept. Of CSE
Dipika Biswas, Murshidabad Medical College
Bikash Mondal, Murshidabad Medical College
Abdul Aziz, Murshidabad Medical College
Masudur Rahaman, Aliah University Dept. Of CSE
CALL US : 9073758397
KAZIPARA, BARASAT , KOLKATA - 700124

উমরাহ ২০২৪

আস–সফর ট্যুর এন্ড ট্রাভেলস
একটি বিশ্বস্থ হজ্জ্ব ও উমরাহ প্রতিষ্ঠান
প্রোঃ তোফাইল আহমেদ
আমাদের প্যাকেজ ও পরিষেবা
Economy Category ₹ 90,000/- থেকে শুরু
উমরাহ ₹মাত্র 90,000/-
Food: Brekfast Lunch & Dinner (বুফে খাওয়া ও সর্বক্ষণ চায়ের ব্যবস্থা)।
প্রতি মাসে উমরাহ পাঠানোর ব্যবস্থা আছে।
Ziyarat: মক্কা–মদিনার যিয়ারত ও সকল যাতায়াত ব্যবস্থা।
Guide: সর্বক্ষণ নিজে গাইড করা ও নতুনদের উমরাহ করানো।
Contacts Us
7407225774
6297039254
9647034102
শীঘ্রই বুকিং করুন
ঠিকানাঃ সম্রাট মার্কেট ■ লালগোলা ■ মুর্শিদাবাদ

প্রথম নজর

মালদার পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু মহারাষ্ট্রে

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: মহারাষ্ট্রের শির্ডী এলাকায় ম্যান হোলে কাজ করতে গিয়ে বিষাক্ত গ্যাসে মৃত্যু হরিশ্চন্দ্রপুরের একজন শ্রমিকের। গুরুতর আহত আরো দুই শ্রমিক। ভর্তি করা হয়েছে মুম্বাইয়ের লীলাবতী হাসপাতালে। জানা যায়, সেখানে ম্যানহোলে নেমে আবর্জনা পরিষ্কার করতে গিয়ে ভেতরে থাকা বিষাক্ত গ্যাসের কবলে পড়ে মৃত্যু হয় এক শ্রমিকের।ওই মৃত শ্রমিকের নাম মোহাম্মদ মাহবুব আলম(৩০)। তার বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সুলতান নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ডাটিয়ন গ্রামে।এই ঘটনায় আরো পাঁচজন শ্রমিক গুরুতর আহত হয়েছে।এদের মধ্যে দুই শ্রমিকের বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে।এই দুই শ্রমিকের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।তাদের নাম উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।মৃত মাহবুবের পরিবারের লোকেরা জানিয়েছেন,ওই ঠিকাদারি সংস্থা থেকে ইতিমধ্যেই ১৫ লাখ টাকার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। রবিবার রাতেই মহারাষ্ট্র থেকে মৃতদেহ বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে।

রবিবাসরীয় প্রচার হাওড়ার বাম প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: রবিবাসরীয় প্রচারে আজ সকালে উত্তর হাওড়ার বিভিন্ন এলাকায় ভোটপ্রচার করেন বাম প্রার্থী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়। প্রচারে বেরিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ করেন প্রার্থী। দলের বক্তব্য সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরেন। ভোট প্রার্থনা করেন তিনি। এদিন সকালে উত্তর হাওড়ার সালকিয়া এলাকায় এবং হাওড়ার ২ এবং ৩নং ওয়ার্ডে জনসংযোগ কর্মসূচি নেওয়া হয় দলের তরফ থেকে।

খেলার মাঠে গিয়ে জনসংযোগ, মসজিদে ইফতার পাঠানের

রঙ্গিলা খাতুন ● কান্দি

আপনজন: ইউসুফ পাঠান। ভারতের বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য তথা দু-বারের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন কেকেআরের প্রাক্তনীকে বহরমপুরে প্রার্থী করে চমক দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী রবিবার বিকেলে ঝটিকা সফরে আসেন কান্দি মোহনবাগান খেলার মাঠে। সেখানে খেলোয়ার সহ উপিস্থিত সাধারণ মানুষের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন তিনি। এদিন খেলার মাঠ থেকেই ইফতারের জন্য তিনি মোহনবাগান মসজিদে পৌছলে সেখানেই খেলোয়ার ইউসুফ পাঠানকে দেখতে ভিড় জমান সাধারণ মানুষ।

রমজান মাস চলছে। রোজা রাখছেন, নামাজ পড়ছেন। কান্দিতে এই প্রথম ইফতার করে নামজ নামাজ আদায় করলেন বহরমপুর লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী ইউসুফ পাঠান। উল্লেখ্য একদা কংগ্রেস অধীরের গড় হিসেবেই পরিচিত বহরমপুর। টানা পাঁচ বারের সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরীর প্রতিপক্ষ হিসেবে লড়াই করবেন শাসকদল ঘাস ফুল প্রতীক চিহ্নে ইউসুফ পাঠান।

ইতি মধ্যেই বিজেপি একচুল জমি ছাড়তে নারাজ। বিজেপির প্রার্থী ডাঃ নির্মল সাহা ভোট প্রচার শুরু করেছেন অনেকে আগে থেকেই। তৃণমূলের পক্ষ থেকে প্রচার ঝড় তুলতে দেখা যাচ্ছে, অন্যদিকে কংগ্রসের পার্থী অধীরের হয়ে ভোট প্রচারের রণ কৌশল সাজাতে শুরু করেছে কংগ্রেস নেতৃত্ব। শেষ হাসি কে হাসে সেটাই এখন দেখার বিষয়।

আবু তাহেরের হয়ে প্রচার বিধায়ক নিয়ামত শেখের

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: অবশেষে মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থী আবু তাহের খানের হয়ে হরিহরপাড়ার সকল নেতৃত্বদেরকে নিয়ে রবিবার সকাল থেকে ভোটের ময়দানে নামলেন হরিহরপাড়ার বিধায়ক নিয়ামত শেখ। বিধায়ক নিয়ামত শেখ বলেন, আমাদের মান-অভিমান ছিল সেই বিষয়ে আমাদের অভিভাবক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানানোর পর তাদের নির্দেশে দলের ভোট করতে রবিবার থেকে ব্লকের সমস্ত ব্লক ও অঞ্চল কর্মীদের নিয়ে হরিহরপাড়া ব্লক তৃণমূল কার্যালয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করি। তারপর রবিবার সকাল থেকে ভোটের ময়দানে নেমে পড়ি। বিধায়ক বলেন রমজান মাস জুড়ে জনসভা হবে। এদিন উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল সভাপতি আহাতাবউদ্দিন শেখ, ব্লক যুব তৃণমূল সভাপতি জিল্লার রহমান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মীর আলমগীর, ব্লক তৃণমূল সহ সভাপতি সাপিনুল বিশ্বাস, পঞ্চায়েত সমিতির সহকারি সভাপতি নুজরুল ইসলাম, চোয়া অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি রকি খান সহ ব্লক ও অঞ্চল তৃণমূল নেতৃত্ব।

জলঙ্গি থেকে প্রথম ভোট প্রচার শুরু করলেন মুহাম্মদ সেলিম

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: জলঙ্গিতে ভোট প্রচারে তৃণমূল প্রার্থী আবু তাহের খানকে চ্যালেঞ্জ সিপিএম প্রার্থী মহঃ সেলিমের!

প্রার্থী ঘোষণার পর মুর্শিদাবাদের জলঙ্গিতে প্রথম নির্বাচনী প্রচারে মহঃ সেলিম। রবিবার মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের কমরেডদের নিয়ে রাস্তায় সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক তথা প্রার্থী মহঃ সেলিম। গতকাল প্রার্থী ঘোষণা পর মুর্শিদাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন তিনি। রাতেই মুর্শিদাবাদে পৌঁছানোর পর বাম কংগ্রেস নেতৃত্বের সাথে কথা বলে রবিবার সকালে নির্বাচনী কর্মীসভা শেষে মিছিল করে ভোট প্রচার শুরু করেন সাগর পাড়া রক্সীর মোড় এলাকায়। দেশে নাগরিকত্ব বাঁচাতে, সংবিধান বাঁচাতে , গণতন্ত্র বাঁচাতে, মানুষের অধিকার দাবির স্বার্থের পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বাম কংগ্রেস সমর্থীত প্রার্থীকে জিতিয়ে পার্লামেন্টে পাঠানোর আহ্বান করেন। আর এই নির্বাচনকে সামনে রেখে শাসকদলের পাশাপাশি ভোট প্রচারে নামলেন কংগ্রেস সমর্থিত সিপিআইএম প্রার্থী মহঃ সেলিম। ভোট প্রচার শুরু করলেন মুর্শিদাবাদের জলঙ্গির সাগরপাড়ায়। নির্বাচনী প্রচারে বিস্ফোরক মন্তব্য মোহাম্মদ সেলিমের তৃণমূলের কথা এখন আর কেউ বলছে না,'ভয়ে লুকিয়ে আছে তৃণমূল। পরিযায়ী শ্রমিকদের স্বার্থে লড়াইয়ের মাঠে নেমেছি বলেও তিনি দাবি করেন। জয় প্রসঙ্গে তিনি বলেন মানুষকে জিজ্ঞাসা করুন মিছিলের লোক দেখে নির্ণয় করুন 'কে' জিতবে।এদিনের ভোট প্রচার কর্মসূচী থেকে বিদায়ী সাংসদ আবু তাহের খানকে এলাকার কাজ নিয়ে চ্যালেঞ্জ ছুড়েন।এমনকি গত পাঁচ বছর সাংসদ কে দেখা যায়নি এলাকায় আর এখন ভোট আসতেই বড়ো বড়ো হোডিং এ ছবি লাগিয়ে বেড়াচ্ছে তবেই বোঝা যাচ্ছে আবু তাহের খান সাংসদ ছিলেন ।

বাম প্রার্থী মোঃ সেলিম আরো বলেন আমরা যখন পার্লামেন্টে ছিলাম তখন সাহস হয়নি এন আর সি সি এ এ বিল পাস করানো কিন্তু যখন তৃণমূলের সংসদে গিয়েছেন তখন বিল পাস হয়ে গেলো কোনো বিরোধী করা তো দূরের কথা অনেক সাংসদ বিলের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া থেকেও বিরত ছিলেন ।তাই বিজেপি আর তৃণমূল এরা একে অপরের বন্ধু তাই এদের বিরুদ্ধে ভোট দিতে হবে ।

জেতার ছ'মাসের মধ্যে গোবরডাঙ্গা হাসপাতাল চালু হবে: বিশ্বজিৎ দাস

এম মেহেদী সানি ● বনগাঁ

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গোবরডাঙ্গার অন্তর্গত নকফুলে বেড়গুম-১ আঞ্চলিক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কর্মী সভায় উপস্থিত হয়ে বনগাঁ লোকসভা তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস সাংসদ নির্বাচিত হলে ছয় মাসের মধ্যে গোবরডাঙ্গা হাসপাতাল পুনরায় সম্পূর্ণরূপে চালু করার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

অন্যদিকে চাঁদপাড়ায় বসন্ত উৎসবের অনুষ্ঠানে গিয়ে সেখানেও সাংসদ নির্বাচিত হলে ছয় মাসের মধ্যে বৃহৎ অডিটোরিয়াম নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দেন। এলাকার মানুষের অভিযোগ গত লোকসভা ও বিধানসভা ভোটে জিতলে বিজেপির তরফ থেকেও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল গোবরডাঙ্গা হাসপাতাল চালু করা হবে, যদিও তা বাস্তবায়ন হয়নি। এলাকার মানুষের কথায়, ভোটের আগে সব দলের ভোট প্রচারের ক্ষেত্রে মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায় গোবরডাঙ্গা হাসপাতাল, তবে ভোট আসে ভোট যাই তবুও হাসপাতালের বেহাল দশা কাটে না। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশ্বজিৎ দাসকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'বাগদার বিধায়ক হওয়ার পর অনুভব করেছিলাম বাগদার মানুষের স্বাস্থ্যপরিসেবার ক্ষেত্রে অনেকটা সমস্যা রয়েছে তাই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহায়তায় কয়েক মাসের মধ্যেই বাগদা হাসপাতালের ভবন নির্মাণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন পরিষেবা চালু করতে পেরেছি। এবার আমি গোবরডাঙ্গাবাসীকে আশ্বস্ত করছি আমি সংসদ নির্বাচিত হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে গোবরডাঙ্গা হাসপাতাল সম্পূর্ণরূপে চালু করার ব্যবস্থা করব।'

জানা গিয়েছে গোবরডাঙ্গা পৌরসভার জমিতে জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকা গোবরডাঙ্গা হাসপাতাল বিভিন্ন সমস্যার কারণে স্বাস্থ্য দপ্তরের স্বীকৃতি না মেলায় ৬ দশকেরও বেশি পুরানো ৩০টি শয্যা, অপারেশন থিয়েটার, প্রসূতিদের স্বাভাবিক প্রসব, হাসপাতালের নিজস্ব অ্যাম্বুল্যান্স, এক্স রে, প্যাথোলজি, বিভাগ-সহ নানা পরিষেবা যুক্ত ওই হাসপাতাল ২০১৪ সালে আচমকা জেলা পরিষদের তরফে নোটিস জারি করে বন্ধ হয়ে যায়, আউটডোর বিভাগ চালু থাকলেও কয়েকবছর পর সেও বন্ধ হয়ে যায়। ফলে গোবরডাঙার তৎসহ পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দারা বঞ্চিত হচ্ছেন ওই হাসপাতালটির পরিষেবা থেকে। এলাকাবাসী চাইছেন, শুধু প্রতিশ্রুতি নয়, সত্যি সত্যিই দিনরাতের সব পরিষেবা আগের মতোই যত দ্রুত সম্ভব চালু হোক।

শান্তিনিকেতনে এবারেও বসন্ত উৎসব হচ্ছে না

আমিরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাধের শান্তিনিকেতন। এই শান্তিনিকেতনে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান হয়ে থাকে কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে দিনের পর দিন শান্তিনিকেতনে কোন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছে না তাই হতাশা বাইরে থেকে আসা পর্যটকরা। সারা বছর বহু পর্যটক তাকিয়ে থাকেন যে শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসবে অংশগ্রহণ করবেন কিন্তু এবারেও বিফল এবারেও হয়ে উঠল না ঐতিহ্যবাহী বসন্ত উৎসব শান্তিনিকেতনে। প্রসঙ্গত ২০১৯ সালে শেষ বারে বসন্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিশ্বভারতীতে। তারপর করোনা অতি মারি কারণে বসন্ত উৎসব বন্ধ হয়ে গেছিল। এবারে সকলেই আশা করেছিলেন যে এবার বসন্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হবে ।কারণ এই বসন্ত উৎসবকে ঘিরে শান্তিনিকেতন তথা বোলপুর বাসির আবেগ জড়িয়ে আছে। সারা বছর বোলপুরের বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা তাকিয়ে থাকে তাদের রুজি রোজগারের জন্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এবারেও ঐতিহ্যবাহিত শান্তিনিকেতনের বসন্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হল না।

বসন্ত উৎসব প্রতিবন্ধীদের

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: রবিবার প্রাক-দোল উৎসবে মেতে উঠল উলুবেড়িয়ার বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন আবাসিকরা। রাসায়নিক রং ব্যবহার করতে বার বার নিষেধ করেছেন পরিবেশ কর্মীরা।তাই বিভিন্ন ফুল দিয়ে ভেষজ আবির তৈরি করে বসন্ত উৎসবে মেতে উঠল উলুবেড়িয়ার আশাভবন আবাসিক সেন্টারের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন সমস্ত আবাসিক ও স্বেচ্ছাসেবীরাও।এবিসি হোমের সুপার অরুণিমা জাশু বলেন,'ফুল থেকে ভেষজ আবির তৈরি করা হয়েছে,কারণ রাসায়নিক রঙে চোখ ও ত্বকের ক্ষতি হতে পারে।এবিসি-র অধিকর্তা জন মেরি বারুই জানান, বসন্ত উৎসব কি সেটা জানে না এইসব শিশুরা। তাই হোমের পক্ষ থেকে এই উদযাপন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

দোল নিয়ে থানায় শান্তি কমিটির বৈঠক

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: আজ রঙের উৎসব হোলি তথা দোল উৎসব পালিত হবে বিভিন্ন স্থানে। হোলির মধ্যে রঙ খেলা নিয়ে কোনো ঝুট ঝামেলা যেন না হয় সে বিষয়ে সকল আয়োজক সহ বিভিন্ন স্তরের ব্যাক্তিদের নিয়ে রবিবার লোকপুর থানার পক্ষ থেকে স্থানীয় থানা চত্বরে একটি শান্তি কমিটির আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে আরো বেশ কিছু বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করে দেন। যেমন ডিজে বক্স বাজানো কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। এছাড়া মদ খেয়ে মাতলামি করলেই আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেন। সকলেই যেন শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে অনুষ্ঠান পালন করে তার আহ্বান জানান। উপস্থিত ছিলেন লোকপুর থানার এসআই প্রশান্ত ঘোষ, এএসআই সত্যেন সাহা সহ তিনটি পঞ্চায়েত এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। একান্ত সাক্ষাৎকারে মিটিং এ উপস্থিত সমাজসেবী উজ্জ্বল দত্ত বিস্তারিত জানালেন।

ঈদ বস্ত্র উপহার নারী-শিশুদের

সাইফুল লস্কর ● গড়িয়া

আপনজন: গোপাল কর্মকার ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সহযোগিতায় নিউ গড়িয়া মেট্রো স্টেশন- এর পাশে বস্তিবাসীদের উপহার স্বরূপ ঈদ বস্ত্র তুলে দেওয়া হল শিশু ও নারীদের মাঝে। বাবা গোপাল কর্মকারের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই সমাজসেবা পুত্র অমল কর্মকারের। তিনি মনে করেন এভাবে মানুষের পাশে থাকতে পারলে স্বর্গ ছুঁতে পারবেন। তাই সুখ-সমৃদ্ধি মানুষের মধ্যে বৃদ্ধি করে হাসি ফুটিয়ে তুলে নিজের সুখ অনুভব করতে চান। আগামীতেও এই কাজের শপথ তার। উপস্থিত ছিলেন অমল কর্মকার, তপন চক্রবর্তী, মির ফলাক, মম ফলাক, কনা সাহা, কৌসিক সাহা, সাংবাদিক ওয়ারিশ লস্কর প্রমুখ।

মেটেনি রাস্তার দাবি, লোকসভা ভোট বয়কটের প্রচার গ্রামবাসীদের

সন্ন্যাসী কাউরী ● ডেবরা

আপনজন: ভোট আসে ভোট যায়, বয়ে যায় প্রতিশ্রুতির বন্যা। কিন্তু হাল ফেরেনি বেহাল রাস্তার। বছর ভর ভোগান্তির শিকার হতে হয় গ্রামের মানুষকে। সেই দুর্ভোগ যন্ত্রনা থেকেই ভোট বয়কটের ডাক দিল দুই গ্রামের বাসিন্দারা। পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা ব্লকের গোলগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন পুঁয়াপাট এবং নন্দবাড়ি গ্রামের বাসিন্দারা একজোট হয়ে লোকসভা ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছেন। ভোট বয়কটের ডাক দিয়ে এলাকা জুড়ে ফ্লেক্স, ব্যানার, পোস্টারিং করেছেন বাসিন্দারা। যা অস্বস্তি বাড়িয়েছে রাজনৈতিক দলগুলিকে। রাস্তার দাবিতে বিভিন্ন সময়ে পথ অবরোধ, ডেপুটেশন, বি ডি ও কে স্মারকলিপি প্রদান, বিক্ষোভ প্রদর্শন নানা ভাবে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও বেহাল দশা কাটেনি নন্দবাড়ি পুঁয়াপাট রাস্তার। একটু বৃষ্টিতেই জল কাদার মধ্যে প্রচন্ড অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয় গ্রামের বাসিন্দাদের। চরম দুর্ভোগে পড়তে হয় স্কুল পড়ুয়া, ছাত্রী, প্রসূতি মা, টোটো যাত্রী, ব্যবসায়ী এবং বয়স্ক মানুষকে। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার দাবী না মেটায় বাধ্য হয়েই ভোট বয়কটের সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন দুই গ্রামের বাসিন্দারা।

গ্রামের বাসিন্দা অচিন্ত্য চ্যাটার্জী, কৌশিক ভট্টাচার্য, তাপস সিংদের দাবি পুঁয়াপাট এবং নন্দবাড়ি মিলে প্রায় ১৭০০ ভোটার। ২৫০০ এর ওপর মানুষ বসবাস করেন। গ্রামের মধ্যে বিদ্যালয়, মন্দির, একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার বেহাল অবস্থা থাকায়, নানান অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় গর্ভবতী মহিলা ও স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের। রাস্তার বেহাল অবস্থা দেখে অনেকেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসতে চান না।

তাপস সিং বলেন এই বেহাল রাস্তার উপর দিয়ে আসা যাওয়া গিয়ে এক প্রসূতি মায়ের সন্তান নষ্ট হয়ে যায়। ৭-৮টি গ্রামের প্রসূতির মায়েরা পরিষেবা নিতে আসেন এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন। রেশন সামগ্রী সহ অন্যান্য সামগ্রী আনতে নানান সমস্যার সম্মুখীন হন স্থানীয়রা।

এলাকার বাসিন্দা, গৌতম কুমার মন্ডল, জিতেন সিং, দিপালী সিং, অচিন্ত্য চ্যাটার্জী প্রমুখ বলেন, এই রাস্তার জন্য বিভিন্ন সময়ে পথ অবরোধ , বিডিওকে স্মারকলিপিক প্রদান, বিভিন্ন স্তরে প্রশাসনকে বারবার জানিয়ে এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে ফোন করেও কোনো কাজ হয়নি। তাই আমরা দল-মত নির্বিশেষে দুই গ্রামের মানুষজন আগামী লোকসভা ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছি।

তৃণমূল কংগ্রেস নেতা ও পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ শীতেশ ধাড়া বলেন, কোন এলাকার উন্নয়নের সময় আমরা কোন রাজনীতির রং দেখি না। বিশেষত পানীয় জল, বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট মানুষের এই আশু সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে ডেবরা ব্লক। তাই পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় রাস্তা তৈরিতে প্রথম সবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে ডেবরা।

কোচবিহারে কংগ্রেস প্রার্থী দাবি তুললেন এইমসের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কোচবিহার

আপনজন: ধারণা ছিল এবার হয়তো কোচবিহার লোকসভা আসনে কংগ্রেস দলের কোন প্রার্থী হবে না জোট রাজনীতির স্বার্থে। দেরি হলেও ইতিমধ্যে কংগ্রেসের তরফে পিয়া রায় চৌধুরীকে কোচবিহার আসনে প্রার্থী হিসেবে ঘোষনা দিয়েছে। প্রচারের দৌড়ে অনেকটা পিছিয়ে থেকেও কোচবিহারের জন্য বড় দুটি ইস্যুকে সামনে রেখে কোচবিহারবাসীর মন জয়ে অনেকটাই এগিয়ে যেতে পারে বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা। ২৪-৩-২০২৪ ইং জাতীয় কংগ্রেসের কোচবিহার জেলা পার্টি অফিস রাজিব ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে প্রিয়া রায় চৌধুরী জানান, ভোট যুদ্ধে কোচবিহারে এইমস তৈরি ও কোচবিহার শহরের প্রবেশদ্বার ফাঁসিরঘাটে সড়ক সেতুর ইস্যুকে সামনে রেখে মানুষের কাছে ভোট চাইবেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি আরো বলেন, আমাদের মুল লড়াই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অপশাসনের বিরুদ্ধে। ফরওয়ার্ড ব্লক মনোনিত বামফ্রন্ট প্রার্থী সম্পর্কে তিনি বলেন , সিপিএমের সাথে আমাদের জোট কিন্তু ফরওয়ার্ড ব্লকের সাথে কোনো দিন জোট ছিলো না। আর ফরওয়ার্ড ব্লকের সাংগঠনিক কোনও শক্তি নেই , তাই জোট রাজনীতির স্বার্থের কোনো বিষয় দেখছি না। রাজ্য শাসক দলের লক্ষ্মীর ভান্ডার ভোট কেনার মতো, যেন বাচ্চাকে ললিপপ ধরিয়ে দেয়া। বিজেপি প্রার্থী তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক সম্পর্কে বলেন, ২০১৯ এর নির্বাচনে যা প্রতিশ্রুতি ছিল তার কোনোটাই বাস্তবায়ন হয়নি, গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়ানোর মতো এমপিকে মানুষ এবার মেনে নেবে না। বিজেপির ধর্মীয় মেরুকরণ ভীতি মানুষের থেকে দূর করা আমাদের উদ্দেশ্য।

তৃণমূল প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচার করণদিঘীতে

মুহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘি

আপনজন: রায়গঞ্জ লোকসভা আসনের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণী নির্বাচনী প্রচার করেন রবিবার করণদিঘী বিধানসভার রসাখোয়া এলাকায়। এদিন রসাখোয়া শিলিগুড়ি মোড় থেকে রসাখোয়া হাইস্কুল পর্যন্ত পায়ে হেঁটে মিছিল বের হয়। রায়গঞ্জ লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণীর পাশাপাশি মিছিলে পা মেলান করণদিঘীর বিধায়ক গৌতম পাল সহ অন্যান্য তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব। রায়গঞ্জ লোকসভা আসনের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণী বলেন, মানুষের ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে। প্রত্যেকেই যথেষ্ট ভরসা করেছেন, আস্থা রেখেছেন তৃণমূলের উন্নয়নের ওপর। বিপুল ভোটে রায়গঞ্জ লোকসভা থেকে কৃষ্ণ কল্যাণীই জয়যুক্ত হবেন। করণদিঘীর বিধায়ক গৌতম পাল জানান, আগামী ২৬শে এপ্রিল রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রে ভোট রয়েছে। প্রত্যেকে ভোট দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যানীকেই জয়যুক্ত করবেন, এমনই বার্তা দেন বিধায়ক।

ছুটির দিনে হাড়োয়ায় পথসভার মধ্যে ভোট প্রচারে হাজী নুরুল

মনিরুজ্জামান ● হাড়োয়া

আপনজন: গত বুধবার বসিরহাটের জনসভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হাজী শেখ নুরুল ইসলামকে চার লাখ ভোটে জয়ী করার ডাক দিয়েছিলেন।সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই তৃণমূল কংগ্রেস বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। ছুটির রবিতে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হাজী শেখ নুরুল ইসলামের উপস্থিতিতে হাড়োয়া বিধানসভা এলাকার বেশ কয়েকটি স্থানে জনগণের গর্জন বাংলা বিরোধীদের বিসর্জন,তৃণমূল কংগ্রেসই করবে অধিকার অর্জন এই ভাবধারাকে সাধারণ মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করে লোকারণ্য পরিবেশে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। এইসব পথসভায় উপস্থিত ছিলেন বসিরহাটের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হাজী শেখ নুরুল ইসলাম, বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেস চেয়ারম্যান সরোজ ব্যানার্জি, জেলা নির্বাচন কোর কমিটির সদস্য একেএম ফারহাদ, দেগঙ্গা ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সুব্রত বসু, বারাসাত ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শম্ভুনাথ ঘোষ, শফিক আহমেদ, আব্দুল খালেক, দাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মহঃ মনিরুল ইসলাম, আব্দুল হাই, তপন মুখার্জি, আছের আলী মল্লিক, আমিনুল ইসলাম, ইফতেখার উদ্দিন, আশিক বিল্লাহ, রবিউল ইসলাম সহ আরও অনেকে।

প্রথম নজর

কাবা থেকে নামাজের কাতার ছড়িয়ে গেল তিন কিমি পর্যন্ত

আপনজন ডেস্ক: পবিত্র রমজান মাসের দ্বিতীয় শুক্রবারে পবিত্র কাবা শরিফে তারাবির নামাজ আদায়ের জন্য জড়ো হয়েছিলেন লাখ লাখ মানুষ। মুসল্লিদের ভিড় এতই বেশি ছিল যে কাবার গ্র্যান্ড মসজিদ পেরিয়ে নামাজের কাতার গিয়েছিল তিন কিলোমিটারেরও বেশি দূরের মাআলা এলাকায়।
শনিবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম গালফ নিউজ। মাআলা এলাকায় মানুষের নামাজ পড়ার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।
ড্রোন ভিডিওতে দেখা যায়, হাজার হাজার মানুষ নামাজ আদায় করতে সমবেত হয়েছেন। তবে কাবায় নামাজ পড়তে যাওয়া ব্যক্তিরা যেন কোনো ধরনের সমস্যায় না পড়েন সেটি নিশ্চিতে নিরলসভাবে কাজ করেছেন ভিড় সামলানোর দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা।
আল মাআলা মক্কার একটি প্রসিদ্ধ এলাকা। সেখানে অনেক আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন রয়েছে। এছাড়া এই এলাকায় রয়েছে আল মাআলা কবরস্থান। যা মক্কার অন্যতম পুরোনো একটি কবরস্থান। মহানবী হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর অনেক সঙ্গী এবং ইসলামিক ব্যক্তিত্ব এই কবরে শুয়ে আছেন।

মসজিদুল হারামে ইতিকাফের সুযোগ পাচ্ছেন দ্বিগুণ মুসল্লি

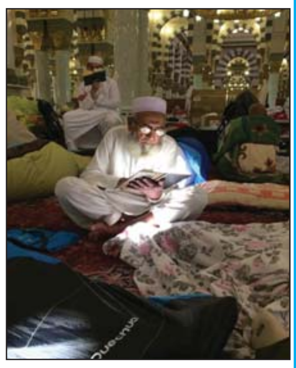

আপনজন ডেস্ক: ইতিকাফ হলো- নবী মোহাম্মদ (সা.)-এর সুন্নত অনুসরণ করে একজন মুসলমানের শুধুমাত্র ইবাদত করা এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদে অবস্থান করা। পবিত্র রমজান মাসের শেষ দশকে মসজিদে ইতিকাফ পালন করতে হয়।
চলতি বছর গত ১১ মার্চ সৌদি আরবে পবিত্র রমজান মাস শুরু হয়। রমজানের শেষ দশকে সৌদি আরবের মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববীতে নিবন্ধন সাপেক্ষে ইতিকাফ করার সুযোগ রয়েছে।
চলতি বছর পবিত্র মসজিদুল হারামে ইতিকাফকারী মুসল্লিদের সংখ্যা দ্বিগুণ করা হয়েছে।
শনিবার গালফ নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়, এই রমজান মাসে মক্কার গ্র্যান্ড মসজিদে ইতিকাফ বা একাকী ইবাদত করার অনুমতিপ্রাপ্ত মুসলিম ইবাদতকারীর সংখ্যা দ্বিগুণ বেড়ে ৬ হাজার জনে পৌঁছেছে। মক্কার গ্র্যান্ড মসজিদের দায়িত্বে থাকা কর্তৃপক্ষ ইতিকাফ পালনকারীদের জন্য তিনটি তলা বরাদ্দ করেছে। মসজিদের গাইডেন্স এবং পরামর্শ বিভাগের প্রধান আব্দুলমোহসেন আল গামদি বলেন, গত বছরের তুলনায় ইতিকাফ পালনকারীদের অনুমোদিত সংখ্যা দুই গুণ বেড়ে ৬ হাজারে পৌঁছেছে। তাদের মধ্যে এক হাজার নারী। এ বছর দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং পরিকল্পনার কারণে ইতিকাফ পালনকারীদের সংখ্যা ১০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
মসজিদুল হারামে ইতিকাফের জন্য রেজিস্ট্রেশন শুরু হয়েছে গত ১৭ মার্চ অর্থাৎ, ৭ রমজান থেকে। অথরিটির ওয়েব সাইটের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করা যাচ্ছে। দ্য জেনারেল অথরিটি ফর কেয়ার অব দ্য টু হোলি মস্ক'স জানিয়েছে, মসজিদে ইতিকাফের জন্য নির্ধারিত স্থানগুলো পূরণ না হওয়া পর্যন্ত নিবন্ধন অব্যাহত থাকবে।
অবশ্য মসজিদুল হারামে ইতিকাফের বিষয়ে কিছু শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো, ইতিকাফের জন্য আবেদনকারীর বয়স ১৮ বছরের কম হওয়া যাবে না। এবং ২০ রমজানে ইতিকাফের জন্য নির্ধারিত সময়ে মসজিদুল হারামে উপস্থিত হতে হবে। রমজানের শেষ দশকে ইতিকাফ পালন করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা কিফায়া। প্রতি বছর রমজানের শেষ দশকের ইতিকাফে অধিক সওয়াব লাভের আশায় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা ছুটে যান ইসলামের কেন্দ্রস্থল মক্কার মসজিদুল হারাম ও মদিনার মসজিদে নববীতে।

মসজিদুল আকসায় তারাবির নামাজে শামিল লাখো মুসল্লি

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিন অধিকৃত জেরুজালেম শহরের পবিত্র মসজিদুল আকসায় লাখো মুসল্লি তারাবির নামাজ পড়ছেন। গতকাল শনিবার (২৩ মার্চ) আল-আকসা চত্বরে অনুষ্ঠিত এশা ও তারাবির নামাজে অর্ধ-লক্ষাধিক মুসল্লি নামাজ পড়েছেন। অবশ্য মসজিদে প্রবেশে আগের মতো ইসরায়েলি পুলিশের কঠোর বাধা-বিপত্তি অব্যাহত রয়েছে।
এর আগের দিন শুক্রবার (২২ মার্চ) রাতে লক্ষাধিক মুসল্লি তারাবির নামাজে উপস্থিত ছিলেন। একই দিন ইসরায়েলি বাধার মধ্যেও জুমার নামাজে অংশ নেন এক লাখ ২০ হাজার মুসল্লি। রমজানের দ্বিতীয় জুমায় আগের চেয়ে মুসল্লির সংখ্যা বহুগুণ বেড়েছে।
গত সপ্তাহে রমজানের প্রথম জুমায় (১৫ মার্চ) অংশ নিয়েছিলেন মাত্র ৮০ হাজার মুসল্লি। গত অক্টোবরে গাজায় যুদ্ধ শুরুর পর এ সপ্তাহে সর্বোচ্চসংখ্যক মুসল্লি অংশ নিলেও গত বছরের রমজানের তুলনায় তা নিতান্ত কম।
জেরুজালেমের ইসলামিক ওয়াকফ বিভাগের পরিচালক শায়খ আজ্জাম আল-খতিব জানান, মসজিদুল আকসায় এক লাখ ২০ হাজার মুসল্লি জুমার নামাজ পড়েছেন। তবে গত রমজানের মুসল্লির সংখ্যার তুলনায় এবারের অংশগ্রহণ খুবই কম। কারণ গত বছর একই সময়ে আড়াই লাখের বেশি মুসল্লি অংশ নিয়েছিলেন। তা ছাড়া এবারের রমজানে পশ্চিম তীরের বাসিন্দাদের মধ্যে শুধু ৫৫ বছরের বেশি বয়সী পুরুষ ও ৫০ বছরের বেশি বয়সী নারীদের মসজিদে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে।
ইসরায়েলি বাহিনীর কাছ থেকে পূর্ব অনুমতি সংগ্রহে না থাকলেও মসজিদে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। জেরুজালেমের পুরনো শহর এবং আল-আকসা মসজিদের সব গেটে মুসল্লিদের বাধা দিতে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর উপস্থিতি আগের চেয়ে বহুগুণ বেড়েছে। একইসঙ্গে মুসল্লিদের পরিষেবা দেওয়া স্বেচ্ছাসেবীদেরও মসজিদে প্রবেশে বাধা দেওয়া হয়।
প্যালেস্টাইন রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি জানিয়েছে, রমজানের দ্বিতীয় জুমার দিনেও ইসরায়েলি দখলদার বাহিনী তাদের ক্রুদের আল-আকসা মসজিদে প্রবেশ করতে দেয়নি। তা ছাড়া মসজিদ প্রাঙ্গণে মুসল্লিদের জন্য অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা ও ফিল্ড ক্লিনিক প্রতিষ্ঠায় বাধা দেওয়া হয়।
তা আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের লঙ্ঘন বিবেচনা করা হয়।
এদিকে পবিত্র রমজান মাসে সারা বিশ্বের মুসলিমদের যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজাবাসীর পাশে দাঁড়ানোর আহবান জানানো হয়েছে।
একাধিক ওমরাহ পালনের চেয়ে যুদ্ধাহত অসহায়দের সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করছেন লিবিয়ার গ্র্যান্ড মুফতি শায়খ সাদিক আল-গিরয়ানি। তিনি নফল আমলের অর্থ অসহায় বিপন্ন মুসলিমদের দান করার আহবান জানান। তা ছাড়া ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব মুসলিম স্কলার্সের চেয়ারম্যান শায়খ ড. আলী আল-কারাহ দাগি নফল ওমরাহ বা নফল হজের অর্থ গাজা, ইয়েমেন, সিরিয়ার মতো অসহায় দুঃখীদের পেছনের ব্যয় করার তাগিদ দেন।
গত ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনের গাজায় যুদ্ধ শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত পশ্চিম তীরের ৪৩৩ জন নিহত হনে এবং সাড়ে চার হাজারের বেশি লোক আহত হন।
এদিকে গাজায় এখন পর্যন্ত ৩২ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে এবং ৭২ হাজার ৫২৪ জন আহত হয়েছে।

হামাসের সঙ্গে চুক্তির দাবিতে ইসরায়েলে হাজারো মানুষের বিক্ষোভ

আপনজন ডেস্ক: হামাসের সঙ্গে বন্দি বিনিময় চুক্তির দাবিতে তেল আবিবে হাজারো মানুষ সরকার বিরোধী বিক্ষোভ-সমাবেশ করেছে। এর পাশাপাশি তারা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু নেতৃত্বাধীন সরকারকে ব্যর্থ এবং তাদের পদত্যাগের দাবি তোলেন। রোববার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আনাদোলু এজেন্সি।
বিক্ষোভকারীরা গাজায় আটক থাকা কয়েক ডজন ইসরায়েলি বন্দির ছবি নিয়ে সমাবেশে অংশ নেয় এবং 'এখনই নির্বাচন' বলে স্লোগান দেয়।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে তেল আবিবের প্রাণকেন্দ্র কাপলান স্কোয়ারে হাজার হাজার ইসরায়েলি বিক্ষোভ করেছেন। এসময় তারা হামাসের সাথে বন্দি বিনিময় চুক্তির দাবি জানান, নিশ্চিত করেছে ইসরায়েলি সম্প্রচার কর্তৃপক্ষ।
একই সময়ে প্রায় ৩০০বিক্ষোভকারী তেল আবিবের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সদর দফতর সংলগ্ন বিগিন স্ট্রিট বন্ধ করে দেয় বলে ইয়েদিওথ আহরনোথ সংবাদপত্র জানিয়েছে। এসময় তারা '১৬৯' লেখা একটি ব্যানার সামনে তুলে ধরে, যা চলমান যুদ্ধের দিনের সংখ্যা নির্দেশ করে। ধারণা করা হচ্ছে, নেতানিয়াহু সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-বিক্ষোভের গতি পরবর্তীতে আরও বৃদ্ধি পাবে এবং অন্যান্য এলাকা ও শহরেও ছড়িয়ে পড়বে।
ফিলিস্তিনি সরকারি সূত্র অনুসারে, ইসরায়েল তার কারাগারে কমপক্ষে ৯ হাজার ১০০ জন ফিলিস্তিনিকে বন্দি করে রেখেছে। অন্যদিকে গাজায় আটক থাকা ইসরায়েলি বন্দির সংখ্যা অস্পষ্ট রয়ে গেছে, কারণ হামাস তাদের সংখ্যা প্রকাশ করতে অস্বীকার করেছে।
ইসরায়েলি মিডিয়া ২৪০ থেকে ২৫৩ ইসরায়েলি বন্দির গাজায় আটক থাকার কথা বলে থাকে। যার মধ্যে তিনজনকে ইসরায়েল মুক্ত করেছিল এবং ১০৫ জনকে হামাস গত বছরের নভেম্বরে বন্দি বিনিময় চুক্তির সময় মুক্তি দিয়েছিল। এছাড়া ইসরায়েলি হামলার কারণে আরও ৭০ জন বন্দির নিহত হওয়ার কথা বলে থাকে হামাস।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বিশ্বে বিশুদ্ধ পানীয় জল পায় না ২২০ কোটি মানুষ: জাতিসংঘ

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বের অন্তত ২২০ কোটি মানুষ বিশুদ্ধ পানীয় জল পায় না। প্রতি দুজনের একজন বছরের কয়েক মাস পানীয় জলর অভাবে কাটায়। এছাড়া বিশ্বের প্রায় ৩৫০ কোটি মানুষের নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থার সুযোগ নেই। বিশ্ব পানীয় জল দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কোর তৈরি করা এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। প্রতিবেদেন ইউনেস্কোর মহাপরিচালক অড্রে আজুলে বলেছেন, বিশ্বের কিছু অঞ্চলে পানীয় জলর সংকট ব্যতিক্রমের চেয়ে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।
তিনি বলেন, আমরা এ ধরনের পরিস্থিতির পরিণতি জানি। পানীয় জলর ঘাটতি শুধু ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনাকে উসকে দেয় না বরং সামগ্রিকভাবে মৌলিক অধিকারের জন্য হুমকি সৃষ্টি করে। জাতিসংঘ বলছে, জলবায়ু পরিবর্তন ও পানীয় জলর সংকট বাড়তে থাকায় আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও সংঘাত প্রতিরোধের জন্য আন্তঃসীমান্ত পানীয় জল সহযোগিতার গুরুত্ব বাড়ছে। ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপিকে জাতিসংঘের ওয়াটার কনভেনশনের সচিব সনিয়া ক্যোপেল বলেছেন, পানীয় জল ও শান্তি একে অন্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। তিনি বলেন, স্বাদু পানীয় জল সম্পদের ৬০ শতাংশের বেশি দুই বা তার চেয়ে বেশি সংখ্যক দেশ শেয়ার করে, যেমন ইউরোপের রাইন ও দানিয়ুব নদী, এশিয়ার মেকং, আফ্রিকার নীল ও লাতিন আমেরিকার আমাজন নদী। 'শান্তি, উন্নয়ন ও জলবায়ু অ্যাকশনের জন্য এসব পানীয় জল নিয়ে সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ। পানীয় জল এত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ যে, এটি দ্বন্দ্বে থাকা দেশগুলোকে এক টেবিলে আনতে পারে। ফলে পানীয় জল ছাড়াও দ্বন্দ্বের অন্যান্য ইস্যুতেও সমাধানের পথ খোলা হয় বলে মনে করেন ক্যোপেল।
২০১৬ সালে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় বলা হয়েছিল, বিশ্বের ১৪০টি নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশে নিরাপদ খাবার পানীয় জল, স্যানিটেশন ও হাইজিনের ব্যবস্থা করতে ২০১৬ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে ১.৭ ট্রিলিয়ন ডলার খরচ হবে, অর্থাৎ বছরে ১১৪ বিলিয়ন ডলার। ২০১৫ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে পানীয় জল খাতে উন্নয়ন সহায়তা ১৫ শতাংশ কমেছে বলে প্রতিবেদনে জানানো হয়।

পুতিনের ওপর ক্ষোভ থেকেই মস্কোয় হামলা, নিহত বেড়ে ১৩৩

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ার রাজধানী মস্কোর ক্রোকাস সিটি হলে গত শুক্রবার রাতের ভয়াবহ বন্দুক হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে গতকাল শনিবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা পর্যন্ত ১৩৩ জনে উঠেছে। এতে আহত হয়েছে ১৪০ জনের বেশি। এই ঘটনায় সন্দেহভাজন ১১ জনকে আটক করা হয়েছে, যাদের মধ্যে চারজনই হামলায় সরাসরি জড়িত বলে দাবি করেছে কর্তৃপক্ষ। সশস্ত্র জঙ্গিগোষ্ঠী ইসলামিক স্টেটের আফগানিস্তান শাখা ইসলামিক স্টেট-খোরাসান (আইএস-কে) দায় স্বীকার করলেও মস্কোর কেউ কেউ এর পেছনে ইউক্রেনের হাত থাকার কথা বলছে। আইএস ঠিক এখন কেন রাশিয়ায় এমন রক্তাক্ত হামলা চালাল তা নিয়ে জল্পনা চলছে।
গত শুক্রবার রাতে মস্কোর ক্রোকাস সিটি হলে ঢুকে স্বয়ংক্রিয় রাইফেল দিয়ে এলোপাতাড়ি গুলি চালায় কয়েকজন হামলাকারী। তারা দাহ্য পদার্থ দিয়ে হলের কয়েকটি অংশে আগুনও ধরিয়ে দেয়। অনেকের মৃত্যু হয়েছে বিষাক্ত ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে। এটি কয়েক দশকের মধ্যে রাশিয়ায় সবচেয়ে প্রাণঘাতী হামলাগুলোর অন্যতম।
ইসলামিক স্টেটের বার্তা সংস্থা আমাক এক টেলিগ্রাম বার্তায় জানিয়েছে, আইএস যোদ্ধারা মস্কোর উপকণ্ঠে এই হামলা চালিয়েছে। তারা সেখানে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে নিরাপদে নিজ ঘাঁটিতে ফিরে গেছে। শুক্রবারের হামলাকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন 'বর্বর সন্ত্রাসবাদী কাজ' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, 'যে এই হামলার আদেশ দিয়েছে তাকে শাস্তি পেতে হবে। সব অপরাধীকে অবশ্যই খুঁজে বের করা হবে।' অনেক বিশ্বনেতাও এই হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। হামলার পর আটক ব্যক্তিরা 'ইউক্রেনের মদদে' সীমান্ত অতিক্রম করে সে দেশে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল বলে দাবি করেছে রাশিয়ার কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। তবে এই দাবিকে 'অযৌক্তিক' আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে কিয়েভ। মার্কিন কর্মকর্তারা মনে করিয়ে দিয়ে বলেছেন, তাঁরা এ হামলার দুই সপ্তাহ আগেই এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তাঁদের ভাষ্য, রাশিয়া মার্কিন প্রচারণা দাবি করে এতে কান দেয়নি। প্রাচীন ভূখণ্ড খোরাসান ছিল আজকের ইরান, তুর্কমেনিস্তান ও আফগানিস্তানের অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত। এ অঞ্চলের নামেই গড়ে উঠেছে সশস্ত্র গোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট-খোরাসান শাখা। ২০১৪ সালের শেষ দিকে আফগানিস্তানে গোষ্ঠীটির উত্থান। ইসলামিক স্টেটের সবচেয়ে সক্রিয় আঞ্চলিক সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর অন্যতম এটি। এই গোষ্ঠীটির হাতে আফগানিস্তানের ক্ষমতাসীন তালেবান ও মার্কিন বাহিনী উভয়েরই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল।

মধ্যপ্রাচ্যে বন্যার আশঙ্কা, রেড অ্যালার্ট জারি

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদসহ কয়েক দিন ধরে চলা ভারি বৃষ্টিতে বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এ পরিস্থিতিতে মক্কা, মদীনা ও তাবুকসহ বেশ কয়েকটি শহরে রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে।
গালফ নিউজ জানিয়েছে, এরই মধ্যে সৌদির রাজধানী রিয়াদসহ বেশ কয়েকটি শহরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। রাজধানী রিয়াদ, বন্দরনগরী জেদ্দায় গত মঙ্গলবার থেকে টানা বৃষ্টি হচ্ছে। প্রবল বৃষ্টিপাত হচ্ছে কাসিম, হাফর আল বাতিন ও এর আশপাশের বেশ কয়েকটি অঞ্চলে। এসব এলাকার স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস স্থগিত করা হয়েছে।
সৌদির আবহাওয়া দফতর ন্যাশনাল সেন্টার অব মেটিওরোলজি (এনসিএম) জানিয়েছে, প্রতিকূল আবহাওয়া, ভারি বর্ষণ ও বন্যার আশঙ্কায় তাবুকসহ উত্তরাঞ্চলে সর্বোচ্চ সতর্কতা হিসেবে রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে।
এদিকে জনসাধারণকে সতর্ক করে আবহাওয়া অফিস বলেছে, আগামী আরো কয়েক দিন উচ্চ-গতির বাতাস, দৃশ্যমানতা হ্রাস, শিলাবৃষ্টি এবং আকস্মিক বন্যার হতে পারে। এছাড়া তীব্র বাতাস ধূলিঝড় ও শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এসব কারণে মদিনা, তাবুক, মক্কা ও উত্তর দিকের উপকূলীয় অঞ্চলের বাসিন্দাদের চরম সতর্কত থাকতে বলা হচ্ছে। সৌদির সিভিল ডিফেন্স অফিস ২১-২৫ মার্চ পর্যন্ত আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিয়ে একটি সতর্কতামূলক এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এতে বলা হয়েছে, মক্কা অঞ্চলের তুরবাহ, রানিয়াহ, আল মাওইয়া, আল খুরমাহ এবং আল আরদিয়াতসহ বিভিন্ন এলাকায় বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া আল বাহা, আসির, জাজান, আল জুফ, হাইল, আল কাশিম, ইস্টার্ন প্রভিন্সসহ উত্তরের সীমান্ত এলাকাগুলোতে ভারি বৃষ্টিপাত হতে পারে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.১৩মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৫৪ মি.

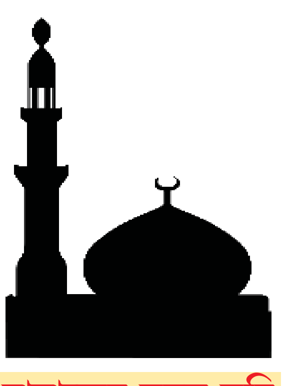

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.১৩	৫.৩৫
যোহর	১১.৪৮	
আসর	৪.০৬	
মাগরিব	৫.৫৪	
এশা	৭.০৪	
তাহাজ্জুদ	১১.০৪	

পাপুয়া নিউগিনিতে ৬.৭ মাত্রার ভূমিকম্প

আপনজন ডেস্ক: পাপুয়া নিউগিনির উত্তরাঞ্চলে ৬ দশমিক ৭ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। স্থানীয় সময় রোববার (২৪ মার্চ) প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের এই দেশটির উত্তরাঞ্চলের প্রত্যন্ত অংশে শক্তিশালী এই ভূমিকম্প আঘাত হানে। তবে ভূমিকম্পের জেরে সুনামির কোনও সতর্কতা জারি করা হয়নি। ভূতাত্ত্বিক গবেষেণা প্রতিষ্ঠান জার্মান রিসার্চ সেন্টার ফর জিওসায়েন্সেস (জিএফজেড) জানিয়েছে, ভূপৃষ্ঠের ৬৫ কিলোমিটার গভীরতায় আঘাত হনে ভূমিকম্পটি।

ইমাম-মুয়াজ্জিনদের বেতন বাড়ানোর নির্দেশ দিলেন দুবাইয়ের যুবরাজ

আপনজন ডেস্ক: সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের বেতন বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন ক্রাউন প্রিন্স শেখ হামদান বিন মোহাম্মদ। নির্দেশে বলা হয়, যেসব ইমাম ও মুয়াজ্জিন দুবাইয়ের ইসলাম বিষয়ক ও দাতব্য কার্যক্রম বিভাগের অধীনে কাজ করেন তাদের বেতন বৃদ্ধি পাবে। সংযুক্ত আরব আমিরাত ভিত্তিক গণমাধ্যম খালিজ টাইমসের এক প্রতিবেদনে এমন তথ্য জানানো হয়েছে। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, সমাজে ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের যে ভূমিকা রয়েছে বেতন বাড়ানোর মাধ্যমে সেটিকে আরো বেশি স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। মসজিদে ইমামের নেতৃত্বে মুসল্লিরা নামাজ আদায় করে থাকেন। অপরদিকে মুয়াজ্জিনরা আজান দিয়ে মানুষকে নামাজে আসার আহ্বান জানান।

নিজের ছেলেকে সেনাপ্রধান পদে নিয়োগ করলেন উগান্ডার প্রেসিডেন্ট

আপনজন ডেস্ক: উগান্ডার প্রেসিডেন্ট প্রবীণ নেতা ইয়োয়েরি মুসেভেনি দেশটির সামরিক বাহিনীর প্রধান হিসেবে তার ছেলেকে নিযুক্ত করেছেন। তার ছেলের নাম জেনারেল মুহুজি কাইনেরুগাবা। পূর্ব আফ্রিকার দেশটির সরকার এই নিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে। কাইনেরুগাবাকে বছরের পর বছর ধরে শীর্ষ পদের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছিল। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জল্পনা কল্পনা ও তীব্র প্রতিক্রিয়া ছড়িয়েছে। তবে ১৯৮৬ সাল থেকে ক্ষমতায় থাকা মুসেভেনি তার একমাত্র পুত্রকে তার উত্তরসূরি হিসাবে তৈরি করার এই জল্পনাকে অস্বীকার করেছেন।
সংবাদমাধ্যম বিবিসির এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, উগান্ডার প্রেসিডেন্ট ইয়োওয়েরি মুসেভেনি (৭৯) তার ছেলে জেনারেল মুহুজি কাইনেরুগাবাকে সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে পদোন্নতি দিয়েছেন। পূর্ব আফ্রিকার এই দেশটির মন্ত্রিসভায় বড় রদবদলের মধ্যে ৪৯ বছর বয়সী এই জেনারেলের পদোন্নতি দেওয়া হলো। বিবিসি বলছে, জেনারেল কাইনেরুগাবার পদোন্নতির প্রতিক্রিয়া উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে। বিরোধী আইনপ্রণেতা ইব্রাহিম সেমুজ্জু এনগান্ডা বার্তাসংস্থা এএফপিকে বলেছেন, প্রেসিডেন্ট মুসেভেনি উগান্ডাকে 'তার পরিবারের ব্যক্তিগত বিষয়' হিসাবে বিবেচনা করছেন।

ভর্তি চলিতেছে ভর্তি চলিতেছে

দারুল উলুম তাজবীদুল কোরান

(মাদ্রাসা ও মদিনা মিশন)
গ্রাম ও পোঃ- চৌহাটি, থানা সোনারপুর,
কলকাতা- ৭০০১৪৯ Regd.No.- ১০৩৩/০০২৪১

১। আরবী আওয়াল হইতে সোম জামাত (কাফিয়া)। ২। তজবীদ সহ হিফজ মোকাম্মাল। ৩। কেরাত বিভাগ হিফস মোকাম্মাল। ৪। কম্পিউটার শিক্ষা ৫ম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত। ৫। ট্রেলারের কাজ শেখানো হয়। ৬। আসর বাদ হইতে মগরিব পর্যন্ত। ৪র্থ শ্রেণি হইতে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক স্কুল বোর্ডের পড়া পড়ানো হয়। সরকারি সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা ও সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। ৭। চার টাইম খাবার দেওয়া হয়। ৮। গরিব এতীমদের বিনামূল্যে খাবার, বস্ত্র, ঔষধ-এর ব্যবস্থা আছে।

যে সমস্ত ছাত্ররা ভর্তি হইতে ইচ্ছুক তারা শীঘ্রই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

সভাপতি: মুফতি লিয়াকাত সাহেব (যুগদিয়া), হাজী ইনতাজ আলি শাহ প্রাক্তন বিচারক, হাজি ইউসুফ মোল্লা, হাজি আব্দুল্লাহ সরদার
সম্পাদক: মাওঃ ইমাম হোসেন মাযাহারী, হাজি আব্দুল রহমান মোল্লা, মাস্টার আবুল বাশার সাহেব
যাঁরা ইনকাম ট্যাক্সের ছাড় নিতে ইচ্ছুক তাহারা এনজিও রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়ে জাকাত, ফিতরা, সাদকা দিয়ে এই সুবিধা নিতে পারবেন এবং গরীব এতীম ছাত্ররা এখানে পড়াশোনা করে, আপনি আপনার সন্তানের ন্যায় এই মাদ্রাসার সহযোগিতা করুন। আল্লাহ আপনার সহযোগিতা করিবেন ইনশাআল্লাহ।

নীচে দেওয়া হল আমাদের ব্যাঙ্ক একাউন্ট নাম্বার ও রেজিস্ট্রেশন নাম্বার

INCOME TAX APPROVAL NO: 10 B
Registration No: AACTM5965EF20214
SBI A/C NO: AC30800716497 IFC CODE: SBIN0001451
Mob: 9830401057 / 9051758393

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ৮৩ সংখ্যা, ১১ চৈত্র ১৪৩০, ১৪ রমজান, ১৪৪৫ হিজরি

মস্কো হামলা

একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বে পরাশক্তিগুলির মধ্যে সংঘাত-হানহানি লাগিয়াই রহিয়াছে। ভূরাজনৈতিক বা ক্ষমতার হিসাব-নিকাশের ভিত্তিতে এই সংঘাতের বাইপ্রোডাক্ট হিসাবে উঠিয়া আসে বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সংগঠন। পরাশক্তিগুলিকে এই সকল সংগঠন তেমন কিছু করিতে পারে না বটে, তবে তাহাদের দ্বারা মাঝেমধ্যে এমন সকল কর্মকাণ্ড সংঘটিত হইতে দেখা যায়, যাহা হতবিহ্বল করে সবাইকে। উত্তপ্ত কেতলি বা প্রেশার কুকারের ভিতর হইতে গরম বাষ্প বাহির হইতে না পারিলে যেমন উহা হইতে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে, তেমনিভাবে পরাশক্তির মধ্যকার দ্বন্দ্ব-পরিস্থিতির ফলে বাষ্পের মতো বিস্ফোরিত হয় এই সকল গোষ্ঠী। রাশিয়ায় যে ভয়াবহ হামলার ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার দায় স্বীকার করিয়াছে সন্ত্রাসী সংগঠন আইএস-কে। এই গোষ্ঠীটি রাশিয়াকে বহুদিন ধরিয়াই শাসাইয়া আসিতেছিল। যদিও রাশিয়া উহাকে আমলে নেয় নাই। তবে শেষ পর্যন্ত কেতলির বিস্ফোরণ ঘটিয়া গরম বাষ্প পুড়াইয়া দিল মস্কোবাসীকে!

রাশিয়ায় মার্কিন দূতাবাস ৭ মার্চ নিরাপত্তা সতর্কতা জারি করিয়া জানাইয়াছিল যে, মস্কোয় বৃহত্ জমায়েতে উগ্রপন্থিদের হামলার পরিকল্পনা রহিয়াছে। সতর্কবার্তায় স্পষ্ট করিয়া বলা হয়, কনসার্টে হামলার ঘটনা ঘটিতে পারে। এইরূপ অবস্থায় মস্কোয় অবস্থানরত মার্কিন নাগরিকদের ৪৮ ঘণ্টার জন্য বৃহত্ জমায়েত এড়াইয়া চলিবার পরামর্শও দেওয়া হয়। ওয়াশিংটনের সতর্কসংকেত স্বভাবতই মার্কিন নাগরিকরা আমলে নিলেও উহা কেয়ার করে নাই ক্রেমলিন, যাহার ফলাফল হাতেনাতে পাইতে হইল রুশ নাগরিকদের।

দার্শনিক থমাস একুইনাসের একটি উক্তি আজও অনেক প্রাসঙ্গিক। তিনি বলিয়াছেন, ‘যার মধ্যে বিশ্বাস আছে, তার কাছে ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন পড়ে না; আর যাহার ভিতরে তাহা নাই, তাহার কাছে ব্যাখ্যা মূল্যহীন।’ ওয়াশিংটনের আশঙ্কা অনুযায়ী সত্যি সত্যিই হামলার ঘটনা প্রত্যক্ষ করিল মস্কো! রাশিয়া প্লাবিত হইল রক্তস্রোতে। শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজধানী মস্কোর ক্রোকাস সিটি কনসার্ট হলের ভয়াবহ হামলার ঘটনায় এই লেখা পর্যন্ত বন্দুকধারীদের হামলায় ১১৫ জনের বেশি নিহত এবং অনেকে আহত হইয়াছেন। কনসার্ট উপভোগ করিতে যাওয়া লোকজনের ওপর এহেন আকস্মিক হামলায় স্বাভাবিকভাবেই হতবিহ্বল রাশিয়াসহ গোটা বিশ্ব।

রাশিয়ার এই ধরনের হামলার শিকার হওয়ার নজির এইবারই প্রথম নহে। ইহার পূর্বে একাধিকবার পাতালরেল, কনসার্ট হল, অডিটরিয়াম, মল প্রভৃতি স্থানে বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনের হামলায় বহু রুশ নাগরিক হতাহত হইয়াছেন। তবে এইবারের ঘটনা বেশ বিব্রতকর হইয়া উঠিবে সদ্য পুনরায় ক্ষমতায় আসা ভ্লাদিমির পুতিনের জন্য। কারণ, তিনি রাশিয়াকে জটিল এক যুদ্ধে জড়াইয়া ফেলিয়াছেন। দেশের অভ্যন্তরেও নানাবিধ অস্থিরতা দানা বাঁধিতেছে। ঠিক এমন একটা মুহূর্তে গোয়েন্দা নিরাপত্তার চোখ ফাঁকি দিয়া বৃহত্ রক্তারক্তির ঘটনায় সমালোচনা স্বাভাবিক।

কোনো কোনো বিশ্লেষক মনে করিতেছেন, গাজা যুদ্ধবিরতির প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে যেই প্রস্তাব উঠিয়াছিল জাতিসংঘে, তাহাতে রাশিয়ার ভেটো দেওয়ার কারণেই সুন্নিপন্থি আইএস-কে এই হামলার ঘটনা ঘটাইয়াছে। যদিও এই বিষয়ে এখনো নিশ্চিত করিয়া কিছু শোনা যায় নাই। তবে এই ধরনের সংগঠনগুলি যে পরাশক্তিগুলির মাথাব্যথার কারণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহা আবারও প্রমাণিত হইল। সশস্ত্র সংগঠনগুলি হঠাত্ করিয়াই যে ফুঁসিয়া উঠিল, তেমন নহে। বরং বিভিন্ন ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত তাহাদের কেতলির পানির ন্যায় উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছে বলিতে হইবে। আমরা যদি ইউক্রেন যুদ্ধ কিংবা গাজা সংঘাতের কথা বলি, এই সকল অঞ্চলে বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠীর দৌরাত্ম্য সাম্প্রতিক সময়ে বৃদ্ধি পাইতে লক্ষ করিব। এই সকল স্থানে পরিস্থিতি উত্তপ্ত প্রেশার কুকারের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে। যেইখানে বিস্ফোরণ অনিবার্য! হানাহানি-অস্থিতিশীলতার মাধ্যমে পরাশক্তিগুলি যদি বিভিন্ন অঞ্চলকে উত্তপ্ত করিয়া তোলে, সুস্থ পরিবেশের বাতাসকে বুলেট-বোমার আঘাতে ভারী করিয়া তোলে, তাহা হইলে সেইখানে এই ধরনের পরিস্থিতি এড়ানো কঠিন। এই ক্ষেত্রে বলিতে হয়, বৃহত্ শক্তিকে বৃহত্ ভাবনা লইয়াই চলিতে হইবে। অন্যথায় হামলার ন্যায় সতর্কসংকেত উপেক্ষা করিবার মাশুলই অবধারিত হইয়া উঠিবে!

• • • • • • • • • • • •

‘ইলেক্টোরাল বন্ড’ কি আসন্ন নির্বাচনে এক ভূমিকম্প হিসেবে দেখা দেবে?

নির্বাচনী বন্ড নিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য পাল্টে দিতে পারে আসন্ন নির্বাচনের গতিপথ। যদি এ সংক্রান্ত সব প্রশ্ন ও তার জবাব দেশের মানুষের কাছে পৌঁছয়, তবেই এমনটা হবে। মানুষ যদি বুঝতে পারে যে, রাজনীতিতে কালো টাকা দূর করার জন্য নয়, বরং কালো টাকা সাদা করার জন্য এই পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রতি পদে কেন সরকার নির্বাচনী বন্ডের পরিসংখ্যান আড়াল করার চেষ্টা করেছে তা জনগণ যদি জানতে পারে। দিবালোকে এই ডাকাতির পুরো সত্য প্রকাশ পেলে এই নির্বাচনী বন্ডের এই ব্যাপক দুর্নীতির তুলনায় বোফর্স বা ২ জি-এর মতো দুর্নীতির ঘটনাগুলো ছেলের হাতের মোয়ার মত তুচ্ছ মনে হবে। অনুসন্ধিৎসু সাংবাদিকরা বোফর্সে ৬৪কোটি টাকা ঘুষের অভিযোগ করেছিলেন, যা সরকার কখনওই স্বীকার করেনি এবং আদালতে প্রমাণিত হয়নি। লিখেছেন **যোগেন্দ্র যাদব**।

নির্বাচনী বন্ড নিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য পাল্টে দিতে পারে আসন্ন নির্বাচনের গতিপথ। যদি এ সংক্রান্ত সব প্রশ্ন ও তার জবাব দেশের মানুষের কাছে পৌঁছয়, তবেই এমনটা হবে। মানুষ যদি বুঝতে পারে যে, রাজনীতিতে কালো টাকা দূর করার জন্য নয়, বরং কালো টাকা সাদা করার জন্য এই পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রতি পদে কেন সরকার নির্বাচনী বন্ডের পরিসংখ্যান আড়াল করার চেষ্টা করেছে তা জনগণ যদি জানতে পারে। দিবালোকে এই ডাকাতির পুরো সত্য প্রকাশ পেলে এই নির্বাচনী বন্ডের এই ব্যাপক দুর্নীতির তুলনায় বোফর্স বা ২ জি-এর মতো দুর্নীতির ঘটনাগুলো ছেলের হাতের মোয়ার মত তুচ্ছ মনে হবে। অনুসন্ধিৎসু সাংবাদিকরা বোফর্সে ৬৪কোটি টাকা ঘুষের অভিযোগ করেছিলেন, যা সরকার কখনওই স্বীকার করেনি এবং আদালতে প্রমাণিত হয়নি। ইউপিএ সরকারের আমলে ২ জি কেলেঙ্কারির অভিযোগ ক্যাগ-এর অনুমানের উপর ভিত্তি করে হয়েছিল, তাও আদালতে প্রমাণ করা যায়নি। নির্বাচনী বন্ড ইস্যুই তো শুরু হয়েছে আদালতের নির্দেশে। যেখানে সাক্ষ্যপ্রমাণ খতিয়ে দেখার দরকার নেই- পুরো সত্যিটা সবার সামনেই আছে।

আসল প্রশ্ন এই নয় যে এই নির্বাচনী বন্ড কেলেঙ্কারি থেকে কত টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে। অবশ্য, এখনও অবধি ঘোষিত ১৬,৫১৮কোটি টাকার পরিমাণ নিঃসন্দেহে ব্যাপক। এটুকু ধরে নেওয়া যেতে পারে যে পাঁচ বছরে, প্রতিটি লোকসভা কেন্দ্রের জন্য এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৩০ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে। অর্থাৎ, এই প্রকল্পের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ শুধুমাত্র একটি লোকসভা কেন্দ্র এবং গড়ে সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রতি নির্বাচনী এলাকায় ১০ জন প্রার্থীর সর্বোচ্চ নির্বাচনী ব্যয়ের চেয়েও বেশি। তবুও এই পরিমাণের অঙ্কটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন নয়। সত্যিটা এই, যে কোনও ব্যবসার মতোই রাজনৈতিক পরিসরের মোট খরচেরও একটি ক্ষুদ্র অংশই সাদা টাকায় করা হয়, যা আটাতে দেওয়া নুনের পরিমাণের মতো। আসলে কেলেঙ্কারির অঙ্কটা শুধু ১৬,৫১৮কোটি টাকার নয়। এ হল রাজনৈতিক ধান্ধার একটি ক্ষুদ্র অংশ যা দুর্ঘটনাক্রমে আইনের নজরে এসে পড়েছে। আসলে পুরো অর্থের পরিমাণ লক্ষ কোটি টাকার।

নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থের কতটা বিজেপির কাছে গেল তা আসল প্রশ্ন নয়। এখনও পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুসারে, বিজেপি ৮২৫০কোটি টাকার বন্ড পেয়েছে। অর্থাৎ বিজেপি একাই তত টাকা পেয়েছে যতটা অন্য সব দল একসঙ্গে মিলে পেয়েছে। এটি বিজেপির প্রাপ্ত ভোটের অনুপাত বা দেশের বিজেপি সাংসদ ও বিধায়কের অনুপাতের চেয়েও বেশি। যদি আমরা প্রতি প্রার্থীর পরিপ্রেক্ষিতে তহবিলে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ দেখি তবে বোঝা যাবে বিরোধী প্রার্থীর প্রাপ্ত তহবিলের টাকার অঙ্কের তুলনায় বিজেপির প্রত্যেক প্রার্থীর টাকার পরিমাণ বহুগুণ বেশি। যদি নির্বাচনী ট্রাস্টের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ এবং পিএম কেয়ার ফান্ড নামক প্রতারণামূলক তহবিল যোগ করি, তবে বিজেপির নির্বাচনী তহবিলে টাকার পরিমাণ সমস্ত বিরোধীদের তুলনায় বহুগুণ বেশি।

নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থের কতটা বিজেপির কাছে গেল তা আসল প্রশ্ন নয়। এখনও পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুসারে, বিজেপি ৮২৫০কোটি টাকার বন্ড পেয়েছে। অর্থাৎ বিজেপি একাই তত টাকা পেয়েছে যতটা অন্য সব দল একসঙ্গে মিলে পেয়েছে। এটি বিজেপির প্রাপ্ত ভোটের অনুপাত বা দেশের বিজেপি সাংসদ ও বিধায়কের অনুপাতের চেয়েও বেশি। যদি আমরা প্রতি প্রার্থীর পরিপ্রেক্ষিতে তহবিলে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ দেখি তবে বোঝা যাবে বিরোধী প্রার্থীর প্রাপ্ত তহবিলের টাকার অঙ্কের তুলনায় বিজেপির প্রত্যেক প্রার্থীর টাকার পরিমাণ বহুগুণ বেশি। যদি নির্বাচনী ট্রাস্টের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ এবং পিএম কেয়ার ফান্ড নামক প্রতারণামূলক তহবিল যোগ করি, তবে বিজেপির নির্বাচনী তহবিলে টাকার পরিমাণ সমস্ত বিরোধীদের তুলনায় বহুগুণ বেশি।

কিন্তু এও আসল প্রশ্ন নয়। প্রতিটি নিয়ম, মর্যাদাকে শিকেয় তুলে রেখে কীভাবে নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে টাকা উশুল করা হলো, সেটাই আসল প্রশ্ন। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকা সমস্ত সংস্থাগুলোকে ব্যবহার করে এই নির্বাচনী অনুদানের ব্যবস্থাকে টাকা উশুলের ধান্ধায় পরিণত করা হয়েছে। এটা এই যোজনার অপব্যবহার বলা যাবে না। সত্যিটা হল এমন কাজ করার জন্যই এই পরিকল্পনাটা করা হয়েছে। যা করতে গিয়ে সংবিধানকে অবজ্ঞা করা হয়েছে। আর দেরিতে হলেও যখন সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয়ে আঙুল তুলেছে, তখন প্রতিটি সরকারি সংস্থাই সত্যকে আড়াল করার চেষ্টা করেছে। এটা শুধু ব্যাপক রাজনৈতিক দুর্নীতির মামলা নয়। এটা দুর্নীতিকে বৈধ করার এবং দিনে দুপুরের ডাকাতিকে এক স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত করার মামলা। আর ঠিক এই কারণেই, নির্বাচনী বন্ড স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় কেলেঙ্কারি।

এই ডাকাতির কিছু উদাহরণ দেখুন। ইডি ২ এপ্রিল ২০২২-এ ফিউচার গেমিং নামে একটি লটারি সংস্থায় অভিযান চালায়। পাঁচ দিন পরে, কোম্পানিটি ১০০ কোটি টাকার নির্বাচনী বন্ড কেনে। একইভাবে, ডক্টর রেড্ডি নামে একটি ফার্ম ১৩ নভেম্বর ২০২৩-এ আয়কর দপ্তর অভিযান চালায় আর ঠিক ১৭ নভেম্বর ২১ কোটি টাকার বন্ড কেনা হয়। একইভাবে, বন্ড ক্রয়কে চুক্তির সঙ্গে সংযুক্ত করার উদাহরণটি দেখুন। যখন সিএম রমেশ আগে টিডিপি নেতা ছিলেন, তখন ঋত্বিক প্রজেক্ট নামে তাঁর কোম্পানিতে অভিযান চালানো হয়েছিল। তারপর তিনি বিজেপিতে যোগদান করেন এবং ৪৫ কোটি টাকার বন্ড কেনেন। আদিত্য বিড়লা গ্রুপ ৫৩৪ কোটি টাকার বন্ড কিনেছে। ওই গ্রুপের গ্রাসিম নামক একটি কোম্পানি ৩৩ কোটি টাকার বন্ড নেয়। এরপর সরকার অ্যান্টি-ডাম্পিং শুল্ক প্রত্যাহার করে, যা ওই কোম্পানিকে প্রচুর লাভ এনে দেয়। এরপরই হিমাচলের ১০৯৮ কোটি টাকার বিদ্যুৎ প্রকল্পের চুক্তি পায় ঐ সংস্থা। একইভাবে, কেভেন্টর নামক একটি কোম্পানি বিভিন্ন নামে ৬১৭ কোটি টাকার বন্ড কিনলেও সেই কোম্পানির মোট মুনাফা ১০ কোটি টাকাও ছোঁয়নি। সেই বন্ডগুলি কোন দলকে দেওয়া হয়েছিল তা এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে জানা যায়নি, তবে অনুমান করা কঠিন নয় যে ওই ব্যাপক অর্থ বিজেপির কাছেই গেছে।

প্রতিদিনই এই ব্যাপক কেলেঙ্কারির নতুন দিক প্রকাশ্যে আসছে। প্রতিনিয়ত সরকার কোনও না কোনও ভাবে এ সত্যকে এড়াতে বা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। সুপ্রিম কোর্টের উদ্ধৃতি দিয়ে মিডিয়া এই খবরকে কিছুটা জায়গা দিয়েছে, কিন্তু আন্না হাজারের আমলে দুর্নীতির অভিযোগ যেভাবে জনগণের সামনে ২৪ ঘণ্টা ধরে খোলামেলাভাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল এমন কিছু করার সাহস এখন কারও নেই। যে কারণে, এখনও অবধি খুব কম সংখ্যক মানুষ এই কেলেঙ্কারি সম্পর্কে জানতে পেরেছে। যদি ইন্ডিয়া জোট এই কেলেঙ্কারিকে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের সবচেয়ে বড় ইস্যু করে তুলতে পারে এবং প্রতিটি মানুষের কাছে নিয়ে যেতে পারে, তাহলে এই নির্বাচনে এক চমৎকার ঘটনা ঘটে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।

অনুবাদ: শুভম সেনগুপ্ত

‘ভালো’ হওয়া কি আজকের সমাজ ব্যবস্থায় ব্যতিক্রম?

মোঃ সাহিদুল ইসলাম ও নাজমুন নাহার

‘ভালো’ নামক শব্দটি একটা বিশেষণ এবং এটিকে আপেক্ষিক ভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। প্রাকৃতিক উপায়ে যখন কোনো প্রাণী তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পরায়ণতা হয় এবং যদি কোনো দ্রব্য ধাতু-গত ক্রিয়া করে তাহলে সেটিকে আমরা নিঃসন্দেহে ‘ভালো’ রূপে গণ্য করি। যেমন একজন মানুষ- চিন্তাশীল সামাজিক প্রাণী হিসেবে সে তার দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করে, তাহলে কি ‘ভালো’ নামক শব্দটির কোনো ব্যাবহারিক মূল্য আছে ? বা কোনো দ্রব্য যেমন “বিষ” ধাতু গত ক্রিয়া করে তাহলে কি আমরা ভালো-বিষ বলে মনে করা উচিত নয়। অতএব, “ভালো” শব্দটি একটি আপেক্ষিক বিশেষণ। কিন্তু এই বিশেষণটা কি আজকের যুগে কোনঠাসা হয়ে বিলীন হয়ে গেছে ? ‘ভালো’, হোক সেটা প্রাণিকুলে বা বস্তু-জগতে একটা প্রাকৃতিক ধর্ম বা গুন্ হিসেবে সব ক্ষেত্রেই বিজারণ হয়ে যাচ্ছে। জীবনের প্রতি পদক্ষেপ ও প্রতি-স্তরে “ভালো”ই মরিচা পড়ে যাচ্ছে।

সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক সমস্ত ক্ষেত্রে ‘ভালো ‘ শব্দ টি যেন ব্যতিক্রম ধর্ম ক্রিয়া করছে। কবি গুরু আজ নিশ্বাস নিলে হয়তো উনি বলতেন ‘আমি এই সুন্দর ভুবনে বাঁচতে চাইনা’।

সামাজিকভাবে যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে, সমাজ জীবনের মৌলিক একক হিসাবে পরিবারকে ধরা হয়। সেই পরিবারের মধ্যেও যেন ‘ভালো’ গুণ টা অমিল। জন্ম-ধাত্রী মাতা- পিতার আগে ভালো বিশেষণটা লাগাতে দ্বিধাবোধ করছিনা। মাতা-পিতা ভালো নয় বলে তাদেরকে পরিত্যাগ করে দূরে কোথাও চলে যাচ্ছি। আবার সেই মাতা-পিতা পক্ষান্তরে, জন্মের পরে ছেলে মেয়ে কে কিভাবে “ভালো” করে মানুষ করবো সেই তাগিদে পুরো জীবন লাগিয়ে দিচ্ছে। আবার অনেকেই দুশ্চিন্তায় ভোগে কি করে আজকের যুগে ছেলে ‘মানুষ’ করবো। আর সেই মানুষ আজকে বলছে একটা ‘ভালো’ ভাই চায় , ভালো বোন চায়, ভালো স্বামী চায়-স্ত্রী চায়, একটা বৌমা চায় ইত্যাদি । অর্থাৎ সব কিছু “ভালো’ চাই। তাহলে “ভালো” শব্দটা কি অধরা ? না আমরা আজকে মানুষ হিসেবে আমাদের যে দায়িত্ব-কর্তব্য-ন্যায়-নিষ্ঠা হারিয়ে ফেলেছি। শুধু পরিবারের মধ্যেই না বাহিরেও “ভালো “ বিশেষণ টা যেন দুষ্কর হয়ে গেছে।

নিত্যপ্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও জীবন দায়ী ওষুধ থেকে শুরু করে খাবার, পোশাক, রাস্তা-ঘাট, আত্বিয়তা, ভালো শিক্ষক, ভালো ডাক্তার ইত্যাদি বিষয় গুলি আজকে “ভালো” বিশেষণটার দিকে ছুটছে। অথচ ‘ভালো’ গুন্ টাই মানুষের বা বস্তুর বুৎপত্তি ধাতু যেটি তার মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, “বিকশিত ভারত” বা “এগিয়ে বাংলা” নামক বিভিন্ন স্লোগান মন্ত্র দিয়ে যে রাজ-ভান্ডার চালনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সমাজ কে এক উন্নত দিশাতে নিয়ে যাচ্ছে, সেখানেও “ভালো” বিশেষণটা যেন অণুবীক্ষক হয়ে পড়ছে। জাতীয় ও আঞ্চলিক নির্বাচন ক্ষেত্রে হিংসা-মারামারি , খুনখারাবি-চোর-চাপাটি ইত্যাদি বিষয় গুলি যেন শিশুদের পাঠ্যপুস্তকের অংশ হয়ে গেছে। যে রাজনীতি ‘ভালো’ সমাজ ব্যবস্থা গঠনের অঙ্গীকার করছে তাঁরাই আবার এসবের নেপথ্যে। এ কেমন তুমি “ভালো”? সমাজের একটাই চাহিদা ‘ভালো দল’ চায় , ‘ভালো’ নেতা চায় , ‘ভালো’ সরকার চায় , ‘ভালো’ রাজ্য চায়, ‘ভালো’ দেশ চায় , ভালো শাসন-ব্যবস্থা চায়। তাহলে সবের মূল লক্ষ্য যদি ‘ভালো’ হয় , তাহলে ‘ভালো’ কেন ব্যতিক্রম হয়ে পড়ছে ?

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও, ‘ভালো’ বিশেষণটির চাহিদা ও যোগান এর গরমিল লক্ষ্য করা যায় না সেটি কিন্তু নয়। এখানে কিন্তু “ভালোর” খুব বেশি চাহিদা দেখা দেখা যায় অর্থাৎ যোগান খুব কম। ভারসাম্যহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থ্যা। একদিকে যেমন মুষ্টিমেয় মানুষ পুঁজিপতি হয়ে যাচ্ছে অন্যদিকে মানুষ নিঃস্ব হয়ে পড়ছে। একদিকে মানুষ অট্যালিকা-প্রাসাদ গড়ছে অন্যদিকে মানুষ আত্ম-হত্যা করছে। একদিকে মানুষ যেমন শিল্প-কারখানা বানাচ্ছে, অন্যদিকে মানুষ দেশান্তর হয়ে যাচ্ছে। একদিকে যেমন টেকনোলজি-আধুনিকতা বাড়ছে অন্যদিকে মানুষ বেরোজগার হয়ে পড়ছে। একদিকে যেমন উন্নয়ন শীল প্রকল্প শুরু হচ্ছে , অন্যদিকে দুর্নীতির পাহাড় তৈরি হচ্ছে। একদিকে যেমন সাক্ষরতা বাড়ছে, অন্যদিকে কর্মের বাজারে ধস নামছে, চাকরি ক্ষেত্রে অনিয়ম, দুর্নীতি, ঘুষ ইত্যাদি প্রতিযোগিতায় নামছে। একদিকে ৫ থেকে ৭ ট্রিলিয়ন অর্থ-ব্যবস্থার অঙ্গীকার, অন্যদিকে মুদ্রাস্ফীতি ফেঁপে উঠছে। তাই আজ চারিদিকে, ভালো কর্ম চাই, ভালো আয় চায়, ভালো অর্থ-নীতি চায় -শুধু একটাই চাহিদা সেটা হলো “ভালো”। সবকিছু আছে কিন্তু শুধু “ভালো” টাই নেয়।

ধর্মীয়-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে বিশেষণটার উৎপত্তি দেখা যায় সেটা হলো “ভালো” বা সৎ। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও “ভালো” শব্দ টাও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, সে নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আজ ধার্মিক লোকের সংখ্যা যেমন বাড়ছে তেমনি ধর্ম নিয়ে সাম্প্রদায়িকতার হিংসার দৃষ্টান্তও কম নেই। খোলা রাস্তা থেকে শুরু করে স্কুল-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ধর্মান্ধর যে কুপ্রভাব সেটা খুব স্পষ্ট। সমাজ ব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তনের ফলে খুব স্পষ্ট “জেনারেশন-গ্যাপ” দেখা যাচ্ছে। শিশুদের শৈশব কাল যেন কোথায় বিলীন হয়ে গেছে। সংস্কৃতির নাম “ইন্টারনেট” এর যুগে কোথাও যেন সমাজ আজ টিক-টক দুনিয়াতে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। একজন মানুষ হিসেবে সামাজিক-সাংস্কৃতিক সচেতনতার অভাব যেন আষ্টে -পিষ্টে লক্ষণীয়। এখানেও আজকে কোথাও ভালো ধর্মীয়-সংস্কৃতির জন্যে মানুষ কাতরাচ্ছে।

যাইহোক, “ভালো” বিশেষণটা শুধু মাত্র একটা ক্ষেত্রেই যে অনুপস্থিত তা নয় বরং জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই এর চাহিদা বাড়ন্ত। যে বিশেষণটা মানুষের জীবনের মৌলিক প্রাকৃতিক ধর্ম- গুণ, সেটা আজকে যেন ব্যতিক্রম ধর্ম-ক্রিয়া করছে। মানুষ আজ তার নিজের জন্মগত বৈশিষ্টকে ত্যাগ করে পার্থিব জগতের পরিমাপে ‘ভালো’র পিছনে ছুটছে। মানুষ যদি তার নিজস্ব দায় -দায়িত্ব -কর্তব্য-ন্যায়-পরায়নয়তা পালন করে, তাহলে কি সত্যই সমাজে “ভালো” বিশেষণটার চাহিদা থাকবে? না তা কে মুখোশধারী ভালো মানুষ সেজে পরিচয় দিতে হবে ? না কোনো তার বিজ্ঞাপন দেওয়ার দরকার ?

লেখক: গবেষক, ইনস্টিটিউট অফ রুরাল ম্যানেজমেন্ট আনন্দ, গুজরাট

প্রথম নজর

বসিরহাটবাসী আমার পরিবার, অকপট জানালেন হাজী নুরুল

এম মেহেদী সানি ● বসিরহাট

আপনজন: 'বসিরহাটবাসী আমার পরিবার, তারাই সিদ্ধান্ত নেবে কাকে সাংসদ নির্বাচন করে দিল্লি পাঠাবে' শনিবার রাতে সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই মন্তব্য করেন বসিরহাটের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হাজী নুরুল ইসলাম। তৃণমূলের অভিযোগ, সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বসিরহাটের আইএসএফ প্রার্থী, তৃণমূল প্রার্থী হাজী নুরুল ইসলামকে নিয়ে একাধিক মিথ্যা অভিযোগ করেন। এদিন সাংবাদিক সম্মেলন থেকে হাজী নুরুল ইসলাম এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাম না করেই আইএসএফ প্রার্থীকে নিশানা করে ওই মন্তব্য করেন। নুরুল সাহেব আরও বলেন, 'গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যে কেউ নির্বাচনে লড়াই করতে পারে, তাই বলে যার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা নেই সে বড় বড় কথা বলবে, সমালোচনা করবে মানুষ তার উপযুক্ত জবাব দেবে।' আইএসএফ প্রার্থীর নাম উল্লেখ না করেই মানুষের জন্য তিনি কি কাজ করেছে সে নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। বলেন, 'রাজনৈতিক লড়াই হবে, মানুষ বিচার করবে।' আইএসএফ প্রার্থীর রাজনৈতিক জীবন নিয়েও প্রশ্ন তোলেন হাজী নুরুল। বলেন, 'তার রাজনৈতিক জীবন আর আমার রাজনৈতিক জীবন আকাশ পাতাল পার্থক্য। আমি গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর থেকে এমপি হয়েছি। তবে আমি ব্যক্তি সমালোচনা করতে অভ্যস্ত নই, রাজনৈতিক লড়াইয়ে মানুষ বিচার করবে' বলেও মন্তব্য করেন। এ সময় তিনি ২০০৯ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত বসিরহাটের এমপি হিসাবে বসিরহাটবাসীর জন্য তিনি কি কাজ করেছেন তার পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। হাজী নুরুল বলেন, আমার সময়কালে বসিরহাটে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে, বসিরহাট সদর হাসপাতাল নতুন রূপে গড়ে তোলা হয় আমার সময়, অপারেশনের যন্ত্রপাতির জন্য ২০ লক্ষ টাকা সহ বসিরহাটে ৩৯ টি এম্বুলেন্স প্রদান করেছিলাম।' একগুচ্ছ পরিসংখ্যান তুলে ধরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, রাস্তাঘাট, আলো, জল নিকাশি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়নের কথা জানান হাজী নুরুল। পাশাপাশি বিপর্যয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানো থেকে শুরু করে বসিরহাটবাসীর সমস্ত অভিযোগ নিরসনের চেষ্টার ক্ষেত্রেও হাজী নুরুল ইসলামের যে সমস্ত অবদান রয়েছে তা তুলে ধরেন। পাশাপাশি ২০২৪ সালে পুনরায় নির্বাচিত হয়ে একইভাবে মানুষের সাথে এবং পাশে থাকার আশ্বাস দেন নুরুল।

বালুরঘাটে জনসংযোগ রক্ষায় জোর বিপ্লবের

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বালুরঘাট আসনের তৃণমূল প্রার্থী বিপ্লব মিত্র রবিবার প্রচার-সভা করেন কুমারগঞ্জ ব্লকের অন্তর্গত সাফানগর হাট, কুমারগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড এলাকা, বরাহার কিষাণ মান্ডি, মোহন হাট এর মতো বিভিন্ন এলাকায়। জনসংযোগে তিনি জোর দেন লক্ষ্মীর ভান্ডার সহ নানা রকম সামাজিক প্রকল্পের উপর। এদিন প্রথমে সর্বমঙ্গলা মন্দিরে পুজো দিয়ে জনগর্জন জনসভার কার্যক্রম শুরু করেন বিপ্লব মিত্র। এরপর তিনি সাফানগর হাট এলাকায় 'মুখোমুখি উপভোক্তা' কার্যক্রমে যোগ দেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন, কুমারগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা চেয়ারম্যান তোরাফ হোসেন মন্ডল, কুমারগঞ্জ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি উজ্জ্বল বসাক,জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদা। এছাড়াও তৃণমূল নেতা মফিজ উদ্দিন মিয়া, অভিষেক গুহ, নিখিল সিংহ রায়, অরুন সিংহ রায়, শুকলাল হাঁসদা, তমাল কর সহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন। এদিন নিজের বক্তব্যে বিপ্লব মিত্র বলেন, 'যাকে আপনারা গত নির্বাচনে ভোট দিয়ে সাংসদ করেছেন, তিনি বাংলার সর্বনাশ করবার জন্য যা যা করবার দরকার সেটা তিনি করছেন! তিনি বলেছিলেন, তিনি একটা ফোন করলেই ১০০ দিনের কাজের টাকা চলে আসবে। অর্থাৎ তিনি টাকাটা আটকে রেখেছেন। দলের রাজ্য সভাপতি এবং সাংসদ হিসেবে তিনি এই কথাটি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। অন্যদিকে, আবাস যোজনার জন্য যে অর্থ কেন্দ্র সরকারের দেবার কথা সেটা দেয়নি।

মুর্শিদাবাদে বসন্ত উৎসব

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: শুরু হয়েছে চৈত্র মাস। তবে ফাল্গুন থেকেই বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে সকলের মনে। বসন্তের সময় দোলযাত্রাকে কেন্দ্র করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে শুরু করেছিলেন শান্তিনিকেতন বসন্ত উৎসব। ধীরে ধীরে সারা বাংলা তথা পৃথিবীর প্রতিটি কোনায় ছড়িয়ে পড়ে সেই বসন্ত উৎসব। নবাব নগরী মুর্শিদাবাদ শহরে গত কয়েক বছর ধরে হয়ে আসছে মুর্শিদাবাদ শহর বসন্ত উৎসব। এ বছরও তার ব্যতিক্রম নয়। রবিবার বসন্ত উৎসবের শুভ সূচনা করা হলো মুর্শিদাবাদ শহরে। রবিবার বিকেলে দক্ষিণ দরজার ঐতিহ্যবাহী নববী ঘন্টা বাজিয়ে এবং পায়রা উড়িয়ে বসন্ত উৎসবের শুভ সূচনা করেন মুর্শিদাবাদ পৌরসভার পৌরপিতা তথা মুর্শিদাবাদ শহর বসন্ত উৎসব কমিটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ইন্দ্রজিৎ ধর।দক্ষিণ দরজা থেকে আস্তাবল ময়দান পর্যন্ত করা হয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। সন্ধ্যার পর থেকে শুরু হয় আস্তাবল ময়দানে বসন্ত উৎসব ২০২৪ উপলক্ষে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

রবিবার, সোমবার এবং মঙ্গলবার, তিনদিন ধরে এই বসন্ত উৎসব লালবাগ আস্তাবল ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে বলে জানান পৌরপিতা ইন্দ্রজিৎ ধর।

হাসপাতালে শৌচাগারের দরজা ভাঙা, জলের ট্যাপ বিকল

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: হাসপাতালে শৌচাগারের বেহাল দশা। অধিকাংশ শৌচাগারের দরজা ভাঙা। জলের ট্যাপ গুলো ঠিকঠাকভাবে কাজ করছে না। রোগীদের বেডের তলায় কুকুর ও বিড়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে। দুর্ভোগে রোগী ও পরিজনেরা। এমনই চিত্র ধরা পড়ল হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে। দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতালের এই বেহাল দশা নিরসনে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নেই কোনো উদ্যোগ।ক্ষোভ রোগী ও পরিজনদের। রোগী ও রোগীর আত্মীয়দের অভিযোগ,হাসপাতালে শৌচাগারের অধিকাংশ দরজা ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়ে রয়েছে।দরজা না থাকার কারণে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।হাসপাতালে এসে রোগী সুস্থ হওয়ার পরিবর্তে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ শৌচাগারের বেহাল দশার কথা মেনে নিয়েছে।হাসপাতালের বিএমওএইচ অমল কৃষ্ণ মন্ডল বলেন,'দরজা ও ট্যাপ গুলো ঠিক করার জন্য কোনো প্লাম্বার পাচ্ছি না।সরকারিভাবে সেইরকম খরচও পায় না।তাই এইভাবে ভেঙে পড়ে রয়েছে।তবে শিঘ্রই দরজাগুলো ঠিক করে দেওয়া হবে।'সাহেনা পারভিন নামে এক শিশু রোগীর মা বলেন' রবিবার সকালে অসুস্থ ছেলেকে ভর্তি করি।শৌচাগারের পাশেই ছেলের জন্য বেড পায়।তবে শৌচাগারে গিয়ে দেখি অধিকাংশ দরজা ভেঙে পড়ে রয়েছে। দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।ছেলের সেলাইন শেষ হতেই ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে আসি।'পারভেজ আলি নামে আরো এক রুগীর আত্মীয় বলেন, হাসপাতালে রুগীর বেডের তলায় কুকুর ও বিড়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে। রুগীর খাওয়াতে ও কাপড়ে মুখ দিয়ে দিচ্ছে। হাসপাতালের ভিতরে যত্রতত্র আবর্জনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এতে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। হাসপাতালের ডাক্তার বাবুদের বলেছি। তবে কোনো কর্ণপাত করেনি। জয়নাল আবেদীন নামে আরো এক রুগীর আত্মীয় বলেন' শনিবার থেকে দাদাকে নিয়ে হাসপাতালে পুরুষ বিভাগে ভর্তি আছি।শৌচাগারের ঠিক সামনে রয়েছে বেড।দাদাকে বারেবারে শৌচকর্ম করাতে হয়।তবে দাদার শৌচকর্ম করার সময় দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পাহারা দিয়ে থাকি,যাতে অন্য কেউ ঢুকে না পড়ে।'এ প্রসঙ্গে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারী সুদীপ্ত ভৌমিক বলেন, এরকমটা হওয়ার কথা নয়।আমি অবিলম্বে খোঁজ নিচ্ছি যাতে হাসপাতালে এই সমস্যাগুলোর সমাধান করা হয়।কারণ কিছুদিন আগেই লক্ষাধিক টাকা ওই হাসপাতালে জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে।

রতুয়ায় ভয়াল অগ্নিকাণ্ডে আহত তিন

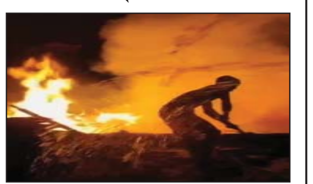

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড গুরুতর আহত হলেন একই পরিবারের তিনজন। শনিবার গভীর রাতে মালদা রতুয়া ২ নম্বর ব্লকের সম্বলপুর হরিপুর এক বোবা দিন মজুরের বাড়িতে হঠাৎ আগুন লাগার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। পরিবারের লোকজনের চিৎকারে ছুটে আসে পাড়া-প্রতিবেশীরা। এলাকাবাসী এবং দমকলের একটি ইঞ্জিনের সহায়তায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।কিন্তু ততক্ষণে পুরো বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। বাড়ির কর্তা নাসির উদ্দিন, তার স্ত্রী রোজিনা বিবি এবং আড়াই বছরের মেয়ে জামিলা খাতুন গুরুতর আহত হন। তিনজনকেই রাতের বেলায় মালদা মেডিকেল কলেজে হাসপাতালে পাঠানো হয়। সন্তানসম্ভবা স্ত্রী রোজিনা খাতুনের অবস্থা খুবই আশঙ্কা জনক। অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়ান স্থানীয় জেলা পরিষদ মেম্বার মাসিদুর রহমান এবং রতুয়া দুই ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রফিকুল হক। তারা পরিবারকে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দেন। তবে ঠিক কি কারণে আগুন লাগল তা এখনও স্পষ্ট নয়।

বারুইপুরে দোলে মাতলেন সায়নী ঘোষ

জাহেদ মিস্ত্রী ● বারুইপুর

আপনজন: যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সায়নী ঘোষ রবিবার দুপুরে বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ফুলতলায় ফুটবল স্টেডিয়াম মাঠে একটি বসন্ত উৎসবের অনুষ্ঠানে আসেন এবং সেখানে আবির খেলায় মত্ত হন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর পূর্বে বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিভাস সরদার, বারুইপুর পৌরসভার পৌরপিতা শক্তি রায় চৌধুরী, বারুইপুর পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের পৌর মাতা নমিতা সদ্দার, বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর সহ বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের দশটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান সহ তৃণমূল কর্মী,নেতা, নেতৃবৃন্দ। এই বসন্ত উৎসবে বহু কচিকাঁচার দল নৃত্য পরিবেশন করে।

সেই সঙ্গে এলাকার মানুষ এই দোল উৎসবে অংশগ্রহণ করতে পেরে খুবই খুশি হয়েছেন।

শেষে এই দোল উৎসবে খেলা হবে গানটিতে সারা মাঠে দর্শক এবং নৃত্য পরিবেশন যারা করেছিল সবাই মিলে নাচের তালে তাল দিয়েছিল।

লালগোলার মিশনে ইফতার মজলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● লালগোলা

আপনজন: পবিত্র রমযান মাস উপলক্ষে মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা পাইওনিয়ার মিশিনে ইফতার মাজলিশ আয়োজিত হয় মিশন পরিবারের উদ্যোগে। ছাত্র, শিক্ষক, অশিক্ষক, কর্মচারী, অভিভাবক-অভিভাবিকা, শুভানুধ্যায়ী এবং কর্তৃপক্ষ সবাই মিলিত হয়ে ১৩ রমযানের ইফতার করেন। পবিত্র এই মাজলিশে উপস্থিত ছিলেন মিশনের ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান ফজলুল হক সাহেব, ভাইস চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান, সেক্রেটারি আবু তাহের, কো- অর্ডিনেটর ডাঃ তৌহিদুর রহমান প্রমুখ। সম্পাদক আবু তাহের বলেন, প্রতি বছরের মতো এ বছরও মিশন পরিবারের উদ্যোগে ইফতার মজলিশের আয়োজন করা হয়েছে।

ছাত্র -ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে মাওলানা আব্দুর রাকিব সাহেব জানান, ইসলামে রোজার যে গুরুত্ব তাকে অনুভব করতে হবে। পাশাপাশি ইসলাম প্রচারের প্রাণ পুরুষ হজরত মুহাম্মদ সাঃ -এর জীবনী পাঠ করার কথা বলেন তিনি। উল্লেখ্য, এদিন অপেক্ষায় ছিল মিশনের সকল রোজাদার ছাত্র -ছাত্রীরা।

হরিনাম বাসর উপলক্ষ্যে রক্তদান শিবির

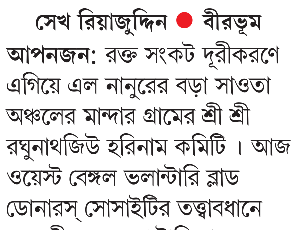

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: রক্ত সংকট দূরীকরণে এগিয়ে এল নানুরের বড়া সাওতা অঞ্চলের মান্দার গ্রামের শ্রী শ্রী রঘুনাথজিউ হরিনাম কমিটি । আজ ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি ব্লাড ডোনারস্ সোসাইটির তত্ত্বাবধানে এবং বীরভূম ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় ও শ্রী শ্রী রঘুনাথজিউ হরিনাম কমিটির উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়। এদিন প্রায় ৩০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। হরিনাম কমিটির ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে নানান সামাজিক কাজের পাশাপাশি বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির ও স্বেচ্ছায় রক্তদান ছিল অন্যতম। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন নুরুল হক, অমর চাঁদ কুন্ডু,কমিটির সম্পাদক তপন গাঙ্গুলী প্রমুখ।

ডানকুনি পুর এলাকায় প্রচার কল্যাণের

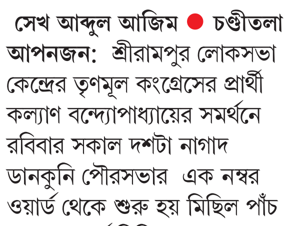

সেখ আব্দুল আজিম ● চণ্ডীতলা

আপনজন: শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে রবিবার সকাল দশটা নাগাদ ডানকুনি পৌরসভার এক নম্বর ওয়ার্ড থেকে শুরু হয় মিছিল পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে মিছিল শেষ হয়। মিছিলে সামিল ছিলেন ডানকুনি পৌরসভার চেয়ারম্যান হাসিনা শবনম। এছাড়া ভাইস চেয়ারম্যান প্রকাশ লাহা ও ডানকুনি পৌরসভার অন্যান্য সদস্য সদস্যা ছাড়াও তৃণমূলের অসংখ্য সমর্থক মিছিলে হাটেন। এই মিছিলে আওয়াজ ওঠে কল্যাণ দা, আপনি এগিয়ে চলুন আমরা আপনার পাশে আছি। কল্যাণ দা আবারো জয়ী হবে স্লোগান ওঠে। স্লোগান ওঠে মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ অভিষেক ব্যানার্জি জিন্দাবাদও।

চক্ষু ছানি পরীক্ষা শিবির বলগনায়

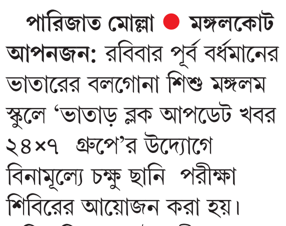

পারিজাত মোল্লা ● মঙ্গলকোট

আপনজন: রবিবার পূর্ব বর্ধমানের ভাতারের বলগোনা শিশু মঙ্গলম স্কুলে 'ভাতাড় ব্লক আপডেট খবর ২৪×৭ গ্রুপে'র উদ্যোগে বিনামূল্যে চক্ষু ছানি পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিন ফিতে কেটে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বনাঞ্চল আধিকারিক জয়ন্ত ধারা, বিশিষ্ট সমাজসেবী পরেশনাথ হাজরা ,আব্দুল জাব্বার শেখ সহ অন্যান্যরা। পাশাপাশি রাজ্যস্তরে ক্যারাটে প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগের সফলতাকারীদের সম্বর্ধিত করা হয়। আয়োজক সংগঠনের তরফে মধুসূদন কোঁয়ার বলেন, সামাজিক মাধ্যম গ্রুপের সদস্যদের সহযোগিতায় সমাজ সেবামূলক কাজের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

মালদার দু'টি কেন্দ্রে কংগ্রেসকে সমর্থনের ঘোষণা বিমান বসুর

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদার দুটি লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী দেবে না বামেরা। কংগ্রেস প্রার্থীর হয়ে প্রচার করবে বাম নেতা ও কর্মীরা।মালদার দুটিই লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী দেবে না বামেরা। কংগ্রেস প্রার্থীর হয়ে প্রচার করবে বাম নেতৃত্ব। মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামে কর্মীসভা শেষে রবিবার একথা বলেন বিমান বসু।মালদায় প্রার্থী আমাদের নেই, কিন্তু প্রার্থী আছে। আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিজেপি নামক অশুভ শক্তি তার সঙ্গে টিএমসি নামক যে এক মিথ্যাচারী শক্তির মিলন এর বিরুদ্ধে যারাই লড়াই করতে চায় আমরা তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চাই।কংগ্রেস যখন তাদের সঙ্গে লড়াই করতে চায় তাদের সাথে বোঝাপড়া হয়েছে,মানে এই মালদা উত্তর ও দক্ষিণে।দুইটি কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী দিয়েছে এ আইসি থেকে প্রার্থী ঘোষণা করেছে।ফলে তৃণমূল বিজেপির বিরুদ্ধে উত্তর দক্ষিণ কেন্দ্রে ঈশা খানই হোক আর মুস্তাক আলমই হোক তাদের পক্ষে জনগণের মধ্যে প্রচার করব। তৃণমূল হচ্ছে বিজেপির তোষণ।তৃণমূল বিজেপি দেশের মানুষকে নানান ভাবে বিরক্ত করতে চাইছে।যে ইলেকট্রল ভোট রয়েছে সেই ইলেকট্রল বন্ডে আমরা দেখতে পাচ্ছি তৃণমূল পার্টি একটি রিজোউনাল পার্টি হওয়া সত্বেও জাতীয় কংগ্রেস ন্যাশনাল পার্টি থেকে বেশি অর্থ পেয়েছে। এবং তার একটা ব্যাপক অর্থ পেয়েছে একটা বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে পরিচালনা করা বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সংস্থা। সম্ভবত ৪শো ৪৪ কোটি টাকা। তাই তারা জনগণের ওপর অতিরিক্ত সার্চ চার্জ বাড়াচ্ছে ক্যারিং বাড়াচ্ছে। তাই মানুষের সমস্যা দেখা দিচ্ছে। আর তৃণমূল বিজেপি মানুষের বন্ধু নয়। মোদির গ্যারান্টির বিরুদ্ধে তৃণমূল যে গ্যারান্টি দিচ্ছে সব গ্যারান্টি হচ্ছে মানুষের মধ্যে চুপষে যাবে। দেশকে চরম পরিণতি দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে ভারতীয় জনতা পার্টি। কারণ সেটাই হচ্ছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের দর্শন।

খণ্ডঘোষে ভোট প্রচারে ঝড় সুজাতা মণ্ডলের

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● খন্ডঘোষ

আপনজন: বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সুজাতা মন্ডল কে প্রার্থী ঘোষণা করার পর থেকেই ভোট প্রচারে ঝড় তুলছেন সুজাতা মন্ডল। এদিন খণ্ডঘোষে ভোট প্রচারে আসেন বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সুজাতা মন্ডল। প্রথমে তিনি খণ্ডঘোষের বুড়ো শিবতলায় পুজো দেন এবং তারপর খণ্ডঘোষের বিভিন্ন এলাকা তিনি পদযাত্রা করেন, মানুষের সঙ্গে কথা বলেন এবং তৃণমূল কংগ্রেসকে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানান। এদিন খণ্ডঘোষ বিধায়ক কার্যালয়ের পাশেই একটি সভা করা হয়। সুজাতা মন্ডল সাংবাদিকদের জানান খণ্ডঘোষে প্রচারে এসে মানুষের অভূতপূর্ব সাড়া পাচ্ছি। এবং তিনি নাম করে বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপির পার্থী উদ্দেশ্য বলেন, সাংসদ হিসেবে কোনো কাজ তিনি এই এলাকায় করেন নি। এদিনের এই কর্মসূচিতে ছিলেন খণ্ডঘোষ বিধানসভার বিধায়ক নবীনচন্দ্র বাগ , ছিলেন খণ্ডঘোষ ব্লক তৃণমূলের সভাপতি অপার্থিব ইসলাম ,ব্লকের যুব সভাপতি শুভেন্দু পাল সহ অন্যান্যরা।

মথুরাপুরে জোর প্রচার শুরু আইএসএফ প্রার্থীর

নকীব উদ্দিন গাজী ● মথুরাপুর

আপনজন: প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রে আইএসএফ প্রার্থীকে সংবর্ধনা দিলেন দলীয় কর্মীরা। মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের আই এস প্রার্থী অধ্যাপক অজয় কুমার দাস রায়গঞ্জের বাসিন্দা। প্রার্থী তালিকায় নিজের নাম ঘোষণার পর মথুরাপুর লোকসভার কুলপিতে দলীয় সম্মেলনের পর পথের প্রচারে নামেন আই এস এফ প্রার্থী অজয় কুমার দাস। পাশাপাশি তিনি বলেন, মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য কাজ করবেন। নিজের জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী তিনি। প্রচারে খামতি রাতে নারাজ আই এস এফ প্রার্থী অজয় কুমার দাস। তিনি বলেন সুন্দরবন এলাকার একটা অংশ এই লোকসভার মধ্যে পড়ে যেখানে নদীমাতৃক এলাকায় বাঁধের সমস্যা রয়েছে দীর্ঘদিন তৃণমূল ক্ষমতা থাকলেও পাকাপোক্ত বাধ করতে পারিনি তাই আগামী দিনে লোকসভার জেতার পর প্রথম কাজ হবে নদীমাতৃক এলাকার স্থায়ী বাঁধ করার।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ফের শাহজাহান মার্কেটে তদন্তে হাজির সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সন্দেশখালি

আপনজন: ৫ তারিখ কি ঘটনা ঘটে ছিল , তার তদন্তে শেখ শাহজাহানের মার্কেটের বিভিন্ন দোকানের মালিকের সঙ্গে কথা বলেন সিবিআই অফিসাররারা। তারা সন্দেশখালি সরবেড়িয়াতে ফের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখেন। দুই অভিযুক্ত ৬ দিনের সিবিআই হেফাজতে রয়েছে। ৫ ই জানুয়ারি সন্দেশখালি সরবেড়িয়া আকুঞ্জি পাড়াতে শেখ শাহাজানের বাড়িতে ইডি অধিকারিকরা গেলে তাদেরকে জমায়েত করে মারধর করে মাথা ফাটিয়ে দেয়। তারা আক্রান্ত হয়। এই নিয়ে ন্যাজাট থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। ইডির কাছ থেকে এই তদন্তভার আদালত সিবিআই এর উপর দেয়। রবিবার দুই অভিযুক্ত মেহবুব মোল্লা ও সুকমল সর্দারকে নিয়ে ফের সিবিআই আধিকারিকরা সন্দেশখালি শেখ শাহজাহানের মাছের আড়তে পৌঁছে যায়। সেখানে বিভিন্ন দোকানের মালিকের সঙ্গে কথা বলেন।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু ১

আজিম শেখ ● মল্লারপুর

আপনজন: রবিবার সকাল আনুমানিক ৯টা নাদাগ বীরভূমের মল্লারপুরের তাঁলোয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভগ্নপ্রায় দেওয়াল চাপা পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল সোম কিসকু(২৫বছর) নামে এক আদিবাসী যুবকের । স্থানীয় সুত্রে জানা যায় যে রাজমিস্ত্রীর শ্রমিকের কাজ করছিলেন ঐ যুবক, শৌচকর্ম করতে ঐ স্বাস্থ্যকেন্দ্র সংলগ্ন এলাকায় এলে সে সময় হঠাৎ দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হয় ঐ যুবকের । স্থানীয়দের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনকে জানিয়েও কোনো সুরাহা হয় না স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিকাঠামো থেকে যথাযথ চিকিৎসা পরিষেবাও মেলে না স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। মৃত ঐ যুবক তাঁলোয়া গ্রামে শ্বশুর বাড়িতে থাকতেন, ঘটনার খবর পেয়ে মল্লারপুর থানা পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রামপুরহাট মেডিকেল কলেজে পাঠায় । যুবকের অকাল প্রয়াণে শোকস্তব্ধ আদিবাসী গ্রাম ।

শিব বিড়ি কোম্পানিতে গণ ইফতার

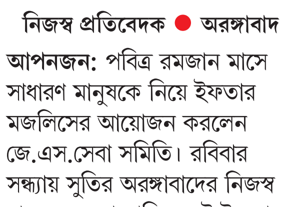

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: পবিত্র রমজান মাসে সাধারণ মানুষকে নিয়ে ইফতার মজলিসের আয়োজন করলেন জে.এস.সেবা সমিতি। রবিবার সন্ধ্যায় সুতির অরঙ্গাবাদের নিজস্ব বাসভবনে আয়োজিত এই ইফতার মজলিসে বহু মানুষ সামিল হন। মূলত রমজান মাসের প্রতি রবিবার সাধারণ মানুষকে ইফতারের বন্দোবস্ত করে থাকেন জে.এস. সেবা সমিতি (শিব বিড়ি কোম্পানি)। এদিন ইফতার অনুষ্ঠানে বিধায়ক জাকির হোসেনের বড় দাদা লতিবউদ্দীন বিশ্বাস এর পাশাপাশি তারই ছায়াসঙ্গী রনি বিশ্বাস সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক জাকির হোসেনের মানবিক প্রচেষ্টাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ।

ক্রুসের প্রত্যাবর্তনের রাতে জার্মান ইতিহাসের দ্রুততম গোল, ফ্রান্সের হার

আপনজন ডেস্ক: ফ্রান্স ০ : ২ জার্মানি।
লিওঁর গ্রুপামা স্টেডিয়ামের ৬০ হাজার ছুঁই ছুঁই দর্শক নড়েচড়ে বসা দূরে থাক, কোনো কিছু বুঝে ওঠার সুযোগটুকুও পাননি। তার আগেই গোল। কিক অফ হতে না হতেই ফ্লোরিয়ান ভাইর্টৎস ২৫ গজ দূর থেকে ফ্রান্সের জাল কাঁপিয়ে যখন ফরাসিদের হতভম্ব করে দিলেন, ম্যাচের বয়স তখন ৭ সেকেন্ড! জার্মানির ফুটবল ইতিহাসে এখন এটাই দ্রুততম গোলের রেকর্ড। ভাইর্টৎসের আগে জার্মানির দ্রুততম গোলের রেকর্ডটা ছিল লুকাস পোডলস্কির। ২০১৩ সালে ইকুয়েডরের বিপক্ষে ম্যাচের ৯ সেকেন্ডে গোল করেছিলেন পোডলস্কি। বায়ার লেভারকুসেনের হয়ে বুন্দেসলিগার শিরোপা জিততে চলা ভাইর্টৎসকে আজ বলের জোগান দিয়েছেন কে? টনি ক্রুস—৩ বছর পর অবসর ভেঙে যিনি জার্মান জাতীয় দলে ফিরেছেন। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে কাই হাভার্টজ দলের দ্বিতীয় গোলটি করে ক্রুসের প্রত্যাবর্তনের রাতটা রাঙিয়ে তুলেছেন। ২-০ গোলের জয়ে ফ্রান্সকে আজ তাদেরই মাঠে নিজেদের শক্তিও দেখিয়ে দিয়েছে জার্মানি। গত বছরের সেপ্টেম্বরে নিজেদের সর্বশেষ ম্যাচেও ফ্রান্সকে হারিয়েছিল জার্মানি। ওই ম্যাচের ফল ছিল ২-১। ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ ফাইনালে আর্জেন্টিনার কাছে হারের পর থেকে এখন পর্যন্ত ১১টি ম্যাচ খেলল ফ্রান্স। এর মধ্যে হেরেছে মাত্র দুটিতে। দুটিই জার্মানদের বিপক্ষে। আগামী জুন-জুলাইয়ে উয়েফা ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজন করবে জার্মানি। ঘরের মাঠে ইউরোপীয় ফুটবলের শ্রেষ্ঠত্বের আসরে খেলতে নামার আগে ফ্রান্সের বিপক্ষে টানা দুই জয় স্বাভাবিকভাবেই দলের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। ম্যাচ শেষে জার্মান কোচ ইউলিয়ান নাগলসমান সে কথাই বলেছেন, 'এই ম্যাচ থেকে আমাদের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। আমরা আজ দারুণ খেলেছি এবং সঠিক পথেই আছি।'
কিক অফের ৭ সেকেন্ড পরেই গোল করা নিয়ে টনি ক্রুস বলেছেন, 'ম্যাচের আগে আমরা এটা অনুশীলন করেছি। আসলে এভাবে গোল করার পরিকল্পনা আমাদের আগে থেকেই ছিল।'
আজকের রাতটাকে দ্রুততম গোলের রাত বলাটাই যথার্থ হবে। আরেক প্রীতি ম্যাচে অস্ট্রিয়ার ক্রিস্টফ বমগার্টনার স্লোভাকিয়ার বিপক্ষে ৬ সেকেন্ডেই যে গোলটি করেছেন, সেটিকে ফুটবল বিষয়টি ওয়েবসাইট গোল ডট কম আন্তর্জাতিক ফুটবল ইতিহাসের দ্রুততম গোল দাবি করেছে। জার্মানির ভাইর্টৎজের গোলে ক্রুসের সহায়তা থাকলেও অস্ট্রিয়ার বমগার্টনার কিক অফের পর মাঝমাঠ থেকে বল টেনে নিয়ে একক প্রচেষ্টায় গোল করেছেন। তবে দুই ম্যাচের ফলটা মিলে গেছে। জার্মানির মতো অস্ট্রিয়াও জিতেছে ২-০ ব্যবধানে। বমগার্টনারের বিশ্বরেকর্ড গড়া গোলের পর আরেক গোল করেছেন আন্দ্রেয়াস ভাইমান।

মোস্তাফিজেরও কি ভাগ্য বদলাবে ধোনির চেন্নাইয়ে

আপনজন ডেস্ক: অজিঙ্কা রাহানে নাকি আন্দ্রে রাসেল? ধরুন, আপনি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে একাদশ গড়বেন, ব্যাটিং পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে কাকে দলে নেবেন? প্রশ্নকর্তাকে পাগলও ভাবতে পারেন। এটা কোনো প্রশ্ন হলো! রাসেল যেখানে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের 'ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর', রাহানে তো এই সংস্করণের 'উপাদান'ই নন! রাহানের টুকটুক ব্যাটিং টি-টোয়েন্টির সঙ্গে যায় নাকি! জবাবটা পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। কারণ, গত বছরের আগপর্যন্ত রাহানের ব্যাটিংয়ে টি-টোয়েন্টির ঝাঁজ কমই ছিল। তবে ২০২৩ আইপিএল দেখলে রাহানেকে নিয়ে ভাবনার পরিবর্তন হতে বাধ্য। টুকটুক ব্যাটিংয়ের জন্য টি-টোয়েন্টিতে ব্রাত্য হয়ে পড়া রাহানে গত আইপিএলে কত স্ট্রাইকরেটে ব্যাটিং করেছেন, জানেন? ১৭২.৪৯। কলকাতার রাসেল কত? ১৪৫.৫১। বলতে পারেন, এক আসরের পারফরম্যান্সেই রাহানে রাসেলের বিকল্প হয়ে ওঠেননি। তবে এই যে রাহানে নিজেকে ভেঙেচুরে স্ট্রাইকরেটের বিবেচনায় রাসেলের সঙ্গে তুলনায় এসেছেন, সেটাই বা কম কিসে! রাহানের নিজেকে ভেঙেচুরে নতুন করে গড়ার গল্পের মাহাত্ম্য বুঝতে হলে তাঁর আইপিএল ক্যারিয়ারের স্ট্রাইকরেটে চোখ দিতে হবে। সব মিলিয়ে আইপিএলে রাহানের ব্যাটিং স্ট্রাইকরেট ১২৩.৫২।
২০২৩ সালে ১৪ ম্যাচ খেলা রাহানে এর আগের দুই মৌসুম মিলিয়ে খেলেছিলেন মাত্র ৯ ম্যাচ। দিল্লি ও কলকাতার একাদশে তাঁর জায়গাই হতো না। সেই রাহানে গত মৌসুমে চেন্নাইয়ে এসে বদলে গেলেন। বলে রাখা ভালো, তাকে কেনা হয়েছিল ভিত্তিমূল্যে। অর্থাৎ কোনো দলের আগ্রহ তাঁর প্রতি ছিল না। তাঁর বদলে যাওয়ার গল্পের মূল নায়ক রাহানে নিজে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে পেছন থেকে ভূমিকা রেখেছেন আরও একজন—তিনি মহেন্দ্র সিং ধোনি। কীভাবে? হার্শা ভোগলে শুনিয়েছিলেন সেই গল্প। রাহানেকে দলে নেওয়ার পর ধোনি তাকে বলেছিলেন, 'তোমার ভূমিকা এমন, কীভাবে করবে সেটা বলব না। কারণ, সেটা বোঝার মতো অভিজ্ঞতা ও সামর্থ্য তোমার আছে।' ব্যস, এটুকুই! এরপর রাহানে এমন পরিষ্কার বার্তা পেয়ে ব্যাটকে রীতিমতো তলোয়ারে পরিণত করেন। এ তো গেল

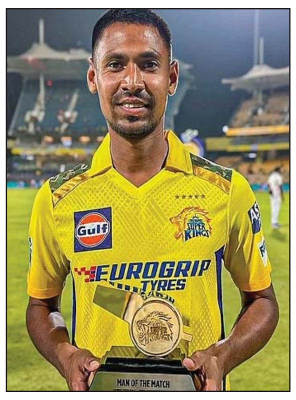

রাহানের বদলে যাওয়ার গল্প। চেন্নাইয়ে গিয়ে বদলে যাওয়ার গল্প আছে আরও। শিভাম দুবের কথাই ধরুন না। পাওয়ার হিটার হিসেবে ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটে নামডাক আছে তাঁর। তবে নিজের প্রতিভার বিস্ফোরণ দেখাতে শেষ পর্যন্ত তাকে চেন্নাইয়েই আসতে হয়েছে। ২০১৯ সালে প্রথমবার আইপিএল খেলা দুবে ধোনির দলের হয়ে প্রথমবার খেলেন ২০২২ সালে। চেন্নাইয়ের হয়ে প্রথম মৌসুমে মাঠে নামার আগে তাঁর সর্বোচ্চ স্ট্রাইকরেট ছিল ২০২০ সালে বেঙ্গালুরু হয়ে—১২২.৪৬। সামর্থ্য নিয়ে প্রশ্ন ওঠা দুবে চেন্নাইয়ে এসে প্রথম মৌসুমেই রান তোলেন ১৫৬.২২ স্ট্রাইকরেটে। গত মৌসুমে যা আরও বেড়েছে—১৫৮.৩৩। মাঝের ওভারে (৭-১৫) তো তাঁর সামনে স্পিনাররা বল করতেই আতঙ্কে থাকেন। ২০২২ ও ২০২৩ আসরে মিডল ওভারে স্পিনারদের বিপক্ষে দুবের স্ট্রাইকরেট ১৫৯.৭৯। পেসার দীপক চাহার, শার্দুল ঠাকুররা চেন্নাই ছাড়া অন্য যেকোনো দলের হয়ে খেললেই হয়ে ওঠেন রান মেশিন। অথচ চেন্নাইয়ের জার্সিতে তাদের অন্য রূপে দেখা যায়। এই যে চেন্নাইয়ে এসে বদলে যাওয়া, এর কারণ মনে করা হয় দলটির সংস্কৃতি। ধোনির চেন্নাইয়ে এলে ক্রিকেটাররা পরিষ্কার ভূমিকা পান। সেই দায়িত্ব পালনে যথেষ্ট সুযোগও পান। বদলে যাওয়ার গল্পের তালিকায় বাংলাদেশি সমর্থকেরা নতুন একটি পাতা যোগ করতে চাইবেন। বিশেষ করে মোস্তাফিজুর রহমান গত পরশু ৪ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হওয়ার পর। তাঁরও যে বদলে যাওয়া খুবই দরকার। জাতীয় দল কিংবা ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ, কোনো জায়গাতেই মোস্তাফিজের বোলিংয়ে পুরোনো ধার নেই। এই যেমন সর্বশেষ শ্রীলঙ্কা সিরিজে ৩ ম্যাচ খেলেছেন, উইকেট নিয়েছেন মাত্র দুটি, রান দিয়েছেন ওভারপ্রতি ১০.৯১ রান করে। সর্বশেষ ১০ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে তাঁর উইকেটসংখ্যা মাত্র ৭টি। এর আগে বিপিএলেও নিজের ছায়া হয়েই ছিলেন। ১০ ম্যাচে উইকেট নিয়েছেন ১৩টি, তবে ওভারপ্রতি খরচ করেছেন ৯.৩৩ রান। আইপিএলে তো মোস্তাফিজ বেঞ্চ গরম করাকে অভ্যাস বানিয়ে ফেলেছেন। গত পরশু যে চেন্নাইয়ের হয়ে ম্যাচ পেয়েছেন সেটাও মাতিশা পাতিরানার চোটের কারণে। অথচ কী দারুণভাবেই না একসময় আইপিএল শুরু করেছিলেন তিনি। প্রথম মৌসুমে (২০১৬) ১৬ ম্যাচ খেলে ১৭ উইকেট নেওয়ার পথে ওভারপ্রতি রান খরচ ছিল মাত্র ৬.৯০। সেবার হায়দরাবাদের শিরোপা জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল মোস্তাফিজের বোলিংয়ের। আইপিএলের সেরা উদীয়মান খেলোয়াড়ের পুরস্কারটাও উঠেছিল তাঁর হাতে। এরপর আর কোনো মৌসুমে সেই পুরোনো মোস্তাফিজকে দেখা যায়নি। ২০২৩ সালে দিল্লি ক্যাপিটালসে মাত্র ২টি ম্যাচই খেলার সুযোগ পান মোস্তাফিজ, দুটির পারফরম্যান্সই ভুলে যাওয়ার মতো—৭ ওভারে ৭৯ রান দিয়ে ১টিই উইকেট। মোস্তাফিজের পারফরম্যান্সের গ্রাফ এমন নিচের দিকে যাওয়ার কারণ কী, সেটা এককথায় বলার সুযোগ নেই। তবে ধারণা করা হয়, তাঁর স্লোয়ার-কাটার ধরন-ধারণ ব্যাটসম্যানদের মুখস্থ হয়ে গেছে। এবারের আইপিএলে মোস্তাফিজ অন্য কোনো দলে খেললে হয়তো তাঁর বদলের প্রত্যাশা কেউ করতেন না। তবে উইকেটের পেছনে ধোনি আছেন বলে প্রত্যাশাটা বেড়েছে। সেটা ধোনি অধিনায়ক না থাকলেও। কাটার আর স্লোয়ারে অনুমেয় হয়ে যাওয়া মোস্তাফিজ ধোনি-বাহিনীর সাহচর্যে হয়তো বদলে যেতে পারেন। কখন কোন বোলিং করতে হবে, অভিজ্ঞ ধোনি সেই কৌশল বাতলে দিতে পারেন। মোস্তাফিজের নিজের অভিজ্ঞতাও কম নয়। চেন্নাইয়ের বোলিং কোচ ড্যারেন ব্রাভো, যিনি আবার স্লোয়ারের জন্য বিখ্যাত ছিলেন, তাঁর পরামর্শও মোস্তাফিজের স্লোয়ারকে আরও কার্যকরী করে তুলতে পারে। চেন্নাইয়ে কাজটাও হয় অনেকটা সিনেমার স্ক্রিপ্টের মতো। একেকজনের ভূমিকা একেক রকম। এই যেমন চাহার সামলান নতুন বল, পাতিরানা পুরোনো বল। খুব বেশি পরিবর্তনে তারা বিশ্বাসী নয়।

বিস্ময়-বালক এনদ্রিকের গোল, জয়ে শুরু দরিভালের ব্রাজিল অধ্যায়

আপনজন ডেস্ক: ইংল্যান্ড ০ : ১ ব্রাজিল।
লন্ডনের ঐতিহাসিক ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে খেলতে নামা অনেক ফুটবলারের কাছে স্বপ্ন পূরণের মতো ব্যাপার। সেই স্বপ্ন পূরণের রাতে কেউ যদি দেশের হয়ে নিজের প্রথম গোলটা পেয়ে যান, তাঁকে কী বলবেন? বিশ্বের সবচেয়ে সুখী মানুষ!
এনদ্রিককে জিজ্ঞেস করে দেখুন না, হয়তো তা-ই বলবেন।
'বিস্ময়-বালক' পরিচিতি পাওয়া এই ফরোয়ার্ড আজ নিয়ে তৃতীয়বার ব্রাজিলের জার্সিতে খেলতে নেমেছেন, ওয়েম্বলিতে প্রথমবার। ম্যাচের ৭১ মিনিটে বদলি নামার ৯ মিনিট পরেই পেয়ে গেলেন প্রথম গোল। তাঁর গোলেই ইংল্যান্ডকে ১-০ ব্যবধানে হারিয়ে দিল ব্রাজিল। তাতে দলটির নতুন কোচ দরিভাল জুনিয়রের শুরুটাও হলো রঙিন।
এনদ্রিককে কেন ভবিষ্যতের বড় তারকা মনে করা হচ্ছে, রিয়াল মাদ্রিদ কেন তাঁকে ২০২২ সালেই কিনে রেখেছে—ব্রাজিলকে জিতিয়ে যেন নিজের জাত আরেকবার চিনিয়ে রাখলেন।
১৭ বছর ৮ মাস ২ দিন বয়সী এনদ্রিকই এখন একবিংশ শতাব্দীতে ব্রাজিলের সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতা, সব মিলিয়ে চতুর্থ সর্বকনিষ্ঠ। তাঁর ওপরে আছেন 'ফুটবলের রাজা' পেলে, এদু এবং রোনালদো 'দ্য ফেনোমেনন'। তবে একটা জায়গায় এনদ্রিক আজ সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন। ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে ওয়েম্বলিতে সবচেয়ে কম বয়সে গোল করা খেলোয়াড় এখন তিনিই। তাঁর এই গোলটা ওয়েম্বলিতে ইংল্যান্ডকে ২০ ম্যাচ পর হারের তেতো স্বাদ দিয়েছে।
২০০৯ সালের পর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এটাই ব্রাজিলের প্রথম জয়। প্রায় ১৫ বছর আগের জয়টাও এসেছিল ১-০ ব্যবধানে, আজকের মতো সেটাও ছিল আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ। কাতারের

আল রাইয়ানে অনুষ্ঠিত সেই ম্যাচে গোল করেছিলেন নিলমার।
২০২২ কাতার বিশ্বকাপের পর থেকে প্রায় ১৩ মাস অন্তবর্তীকালীন কোচ দিয়ে কাজ চালিয়েছে ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ)। এ সময়ে কোচের দায়িত্ব পালন করা রামন মেনেজেস ও ফার্নান্দো দিনিজের কেউই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি।
এনদ্রিককে এভাবেই অভিনন্দন জানান ব্রাজিলের নতুন কোচ দরিভাল জুনিয়র
এনদ্রিককে এভাবেই অভিনন্দন জানান ব্রাজিলের নতুন কোচ দরিভাল জুনিয়রএক্স
দিনিজের অধীনে সর্বশেষ ৩ ম্যাচেই হেরে যায় ব্রাজিল। ৩টি ম্যাচই আবার ছিল ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের। ওই ৩ হারে দক্ষিণ আমেরিকান অঞ্চলের (কনমেবল) বাছাইয়ের পয়েন্ট তালিকার ছয়ে নেমে যায় রেকর্ড পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।
অবশেষে গত জানুয়ারিতে দরিভালকে স্থায়ী কোচ হিসেবে নিয়োগ দেয় সিবিএফ। দায়িত্ব নেওয়ার প্রায় আড়াই মাস পর তাঁর অধীনে প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমেই সুখস্মৃতি নিয়ে মাঠ ছাড়ল ব্রাজিল। অথচ এ ম্যাচে ইংল্যান্ডকেই ফেবারিট ভাবা হচ্ছিল। ইংলিশরা ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ব্রাজিলিয়ানদের চেয়ে ২ ধাপ এগিয়ে, সর্বশেষ ১০ ম্যাচে ছিল অপরাজিত, খেলাটাও তাদের ঘরের মাঠে। এর সঙ্গে বাড়তি সুবিধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ব্রাজিলের মূল দলের অন্তত ৬ খেলোয়াড়ের চোট।
প্রাণভোমরা নেইমার ও প্রথম পছন্দের গোলরক্ষক আলিসন বেকার অনেক দিন হলো মাঠের বাইরে। তাঁদের বাদ দিয়েই দরিভাল যে দলটা দিয়েছিলেন, সেখান থেকে একে-একে ছিটকে যান আরও চারজন—দ্বিতীয় পছন্দের গোলকিপার এদেরসন, ডিফেন্ডার মার্কিনিওস, ফরোয়ার্ড গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি ও সর্বশেষ তারকা মিডফিল্ডার কাসেমিরো। তবে অপেক্ষাকৃত তরুণ দলটাই নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল।
ইংল্যান্ডও অবশ্য এ ম্যাচে চোটের কারণে নিয়মিত অধিনায়ক হ্যারি কেইন, ফরোয়ার্ড বুকায়ো সাকাকে পায়নি। দলকে নেতৃত্ব দিতে নামা কাইল ওয়াকারও ম্যাচের ২০ মিনিটে চোট নিয়ে মাঠ ছাড়েন। তাঁর বদলি নামতেই ইংল্যান্ডের জার্সিতে অভিষেক হয় এজরি কোনসার। নিউক্যাসলের ফরোয়ার্ড অ্যান্থনি গর্ডনেরও আজ অভিষেক হয়েছে। ব্রাজিলের জার্সিতে প্রথমবার খেলতে নেমেছেন সাত-সাতজন—গোলকিপার বেন্তো, দুই মিডফিল্ডার জোয়াও গোমেজ ও পাবলো মাইয়া, দুই সেন্টার ব্যাক ফাব্রিসিও ব্রুনো ও লুকাস বেলার্দো, লেফ্‌ট ব্যাক ওয়েনদেল আর ফরোয়ার্ড সাভিও।

আর্জেন্টিনা পেল কানাডাকে, কোস্টারিকাকে ব্রাজিল

আপনজন ডেস্ক: জুনে শুরু হতে যাওয়া কোপা আমেরিকার গ্রুপ পর্বের ড্র হয়েছে গত ডিসেম্বরেই। তবে আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের গ্রুপে একটি করে দলের নাম তখন চূড়ান্ত ছিল না। সাড়ে তিন মাস পর নিজেদের গ্রুপ পর্বের প্রতিপক্ষ খুঁজে পেয়েছে দুই লাতিন পরাশক্তি।
'এ' গ্রুপে আর্জেন্টিনা পেয়েছে কানাডাকে। আগে থেকেই এই গ্রুপে আছে চিলি ও পেরু। আর 'ডি' গ্রুপে ব্রাজিল পেয়েছে কোস্টারিকা। এই গ্রুপের অন্য দুটি দল কলম্বিয়া ও প্যারাগুয়ে। ২০ জুন আর্জেন্টিনা-কানাডা ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে এবারের কোপা আমেরিকা।
কোপা আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের টুর্নামেন্ট হলেও আসর অনুষ্ঠিত হবে যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে। টুর্নামেন্টে লাতিন আমেরিকার ১০টি দেশের সঙ্গে অংশ নেবে উত্তর, মধ্য আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের (কনক্যাকাফ) ৬ দল। ড্রয়ের পরও যে দুটি জায়গা বাকি ছিল, আজ সেসবের জন্য প্লে-অফে মুখোমুখি হয় কানাডা-ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো ও কোস্টারিকা-হন্ডুরাস।
টেক্সাসের টয়োটা স্টেডিয়ামে কনক্যাকাফ নেশনস লিগের ম্যাচটিতে ত্রিনিদাদকে ২-০ গোলে হারায় কানাডা। উত্তর আমেরিকার দেশটির হয়ে গোল করেন কাইল লারিন ও জ্যাকব শাফেলবার্গ। লা লিগার দল রিয়াল মায়োর্কায় খেলা লারিন ম্যাচ জিতে কোপা আমেরিকার টিকিট কাটার অনুভূতি জানাতে গিয়ে বলেন, 'দল হিসেবে এটা আমাদের জন্য অনেক বড় কিছু। আমি গোল করেছি, দলও কোপা আমেরিকায় জায়গা করেছে বলে খুশি লাগছে।'
কানাডার জয়ের পর একই মাঠে হন্ডুরাসকে ৩-১ গোলে হারায় কোস্টারিকা। ম্যাচের দশম মিনিটে হন্ডুরাস মাইকেল চিরিনোসের গোলে এগিয়ে গেলেও ১২, ৫৬ ও ৬২ মিনিটে কোস্টারিকাকে গোল এনে দেন অরলান্ডো গালো, ওয়ারেন মাদরিগাল ও জেফারসন ব্রেনেস।
সব কটি দল চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ার পর কোপা আমেরিকার গ্রুপ পর্বের চেহারা দাঁড়িয়েছে এ রকম:
গ্রুপ এ: আর্জেন্টিনা, পেরু, চিলি, কানাডা
গ্রুপ বি: মেক্সিকো, ইকুয়েডর, ভেনিজুয়েলা, জ্যামাইকা
গ্রুপ সি: যুক্তরাষ্ট্র, উরুগুয়ে, পানামা, বলিভিয়া
গ্রুপ ডি: ব্রাজিল, কলম্বিয়া, প্যারাগুয়ে, কোস্টারিকা
আর্জেন্টিনা-কানাডার প্রথম ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে আটলান্টার মার্সিডিস-বেঞ্জ স্টেডিয়ামে। ব্রাজিলের প্রথম ম্যাচ ২৩ জুন ক্যালিফোর্নিয়ার সোফি স্টেডিয়ামে।

আইপিএলে রাসেলের ২০০ ছক্কা, সবচেয়ে বেশি গেইলের

আইপিএলে ২০০ ছক্কা আছে যাঁদের

সংখ্যা	নাম	দেশ
৩৫৭	ক্রিস গেইল	ওয়েস্ট ইন্ডিজ
২৫৭	রোহিত শর্মা	ভারত
২৫১	এবি ডি ভিলিয়ার্স	দক্ষিণ আফ্রিকা
২৩৯	মহেন্দ্র সিং ধোনি	ভারত
২৩৫	বিরাট কোহলি	ভারত
২২৮	ডেভিড ওয়ার্নার	অস্ট্রেলিয়া
২২৩	কাইরন পোলার্ড	ওয়েস্ট ইন্ডিজ
২০৩	সুরেশ রায়না	ভারত
২০২	আন্দ্রে রাসেল	ওয়েস্ট ইন্ডিজ

আপনজন ডেস্ক: ২৫ বলে অপরাজিত ৬৪। আন্দ্রে রাসেল এই ইনিংস খেলার পথে মেরেছেন ৭ ছক্কা আর ৩ চার। এতে অবশ্য চমকের কিছু নেই। তিনি এভাবেই খেলেন। গতকাল ৭ ছক্কায় অপরাজিত ৬৪ রানের ইনিংস খেলার পথে আইপিএলে ২০০ ছক্কা মারার কীর্তি গড়েছেন এই ক্যারিবীয় তারকা।
১৭.৩ ওভারে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের পেসার নাটারজানের বলে মারা ছক্কাটি আইপিএলে তাঁর ২০০তম। এরপর ছক্কা মেরেছেন আরও দুটি। সব মিলিয়ে রাসেলের ছক্কা এখন ২০২টি।
আইপিএলে ২০০ ছক্কার তালিকায় রাসেল অবশ্য প্রথম নন, তিনি এই কীর্তি গড়েছেন নবম ব্যাটসম্যান হিসেবে। এই তালিকায় সবার প্রথমে নাম লিখিয়েছেন আইপিএলে সবচেয়ে বেশি ছক্কার রেকর্ডের মালিক ক্রিস গেইল। তিনি ছক্কা মেরেছেন ৩৫৭টি। একমাত্র ক্রিকেটার হিসেবে আইপিএলে ৩০০ ছক্কার রেকর্ড গেইলের। গেইল ২০২১ সালের পর আর আইপিএল খেলেননি।
২০০ ছক্কার কীর্তিতে রাসেল এক জায়গায় অবশ্য গেইলকে ছাড়িয়ে গেছেন। রাসেল ২০০ ছক্কা মারতে খেলেছেন ১৩২২ বল, যেখানে গেইলের লেগেছে ১৮১১ বল। আরেক ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান কাইরন পোলার্ডের ২০০ ছক্কা মারতে লেগেছিল ২০৫৫ বল। এ ছাড়া রাসেল একমাত্র ক্রিকেটার, যিনি আইপিএলে ২০০ ছক্কা মেরেছেন ১০০ ইনিংসের কম খেলে। তাঁর লেগেছে ৯৭ ইনিংস।

মেসিকে ছাড়া 'অচল' ইন্টার মায়ামি

আপনজন ডেস্ক: চোটের কারণে লিওনেল মেসি ছিটকে গিয়েছিলেন আগেই। দলের সেরা খেলোয়াড়কে ছাড়াই মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ম্যাচে নিউইয়র্ক রেড বুলসের মাঠে আতিথ্য নিয়েছিল ইন্টার মায়ামি। তবে মেসিবিহীন মায়ামি নিউইয়র্ক রেড বুলসের কাছে পাত্তা পায়নি। লুইস মরগানের হ্যাটট্রিকে মায়ামির হার ৪-০ গোলের বড় ব্যবধানে।
রেড বুল অ্যারেনায় নিউইয়র্কের এগিয়ে যেতে লাগে মাত্র ৩ মিনিট। এরপর চেষ্টা করেও প্রথমার্ধে সমতা ফেরাতে পারেনি মায়ামি। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে ৫১ মিনিটেই গোল করে ব্যবধান ২-০ করেন লুইস মরগান। ৬৬ মিনিটে ইন্টার মায়ামির জালে তৃতীয়বারের মতো বল জড়ান উইকেলমান কারমোনা। ৪ মিনিট পর দলের চতুর্থ এবং নিজের তৃতীয় গোলটি করেন মরগান। ম্যাচ শেষে দলের মানসিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কোচ জেরার্দো মার্তিনো, 'এ ম্যাচে রেড বুলের জয়ের আকাঙ্ক্ষা ছিল, আমাদের ছিল না। যখন একটি দল জয়ের ইচ্ছা ছাড়া এবং কোনো অনুপ্রেরণা ছাড়া খেলতে নামে, আর অন্য দলটি জয়ের জন্য নামে, তখন তারা জিতে যায়।' মেসি না থাকার কারণে এত বড় হার কি না, জানতে চাইলে মার্তিনো বলেন, 'বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়ের না থাকাটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। কিন্তু গত সপ্তাহে ডিসি ইউনাইটেডের বিপক্ষে লিও (মেসি) খেলেনি (সে ম্যাচে ৩-১ ব্যবধানে জিতেছিল মায়ামি)।' বড় হারের পর এখন এমএলএসের ইস্টার্ন কনফারেন্সের পয়েন্ট তালিকায় দুই নম্বরে মায়ামি। ৬ ম্যাচে মায়ামির পয়েন্ট ১০, আর শীর্ষে থাকা সিনসিনাটির পয়েন্ট ৫ ম্যাচে ১১।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**